Contents

একাদশ বর্ষ

সপ্তম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

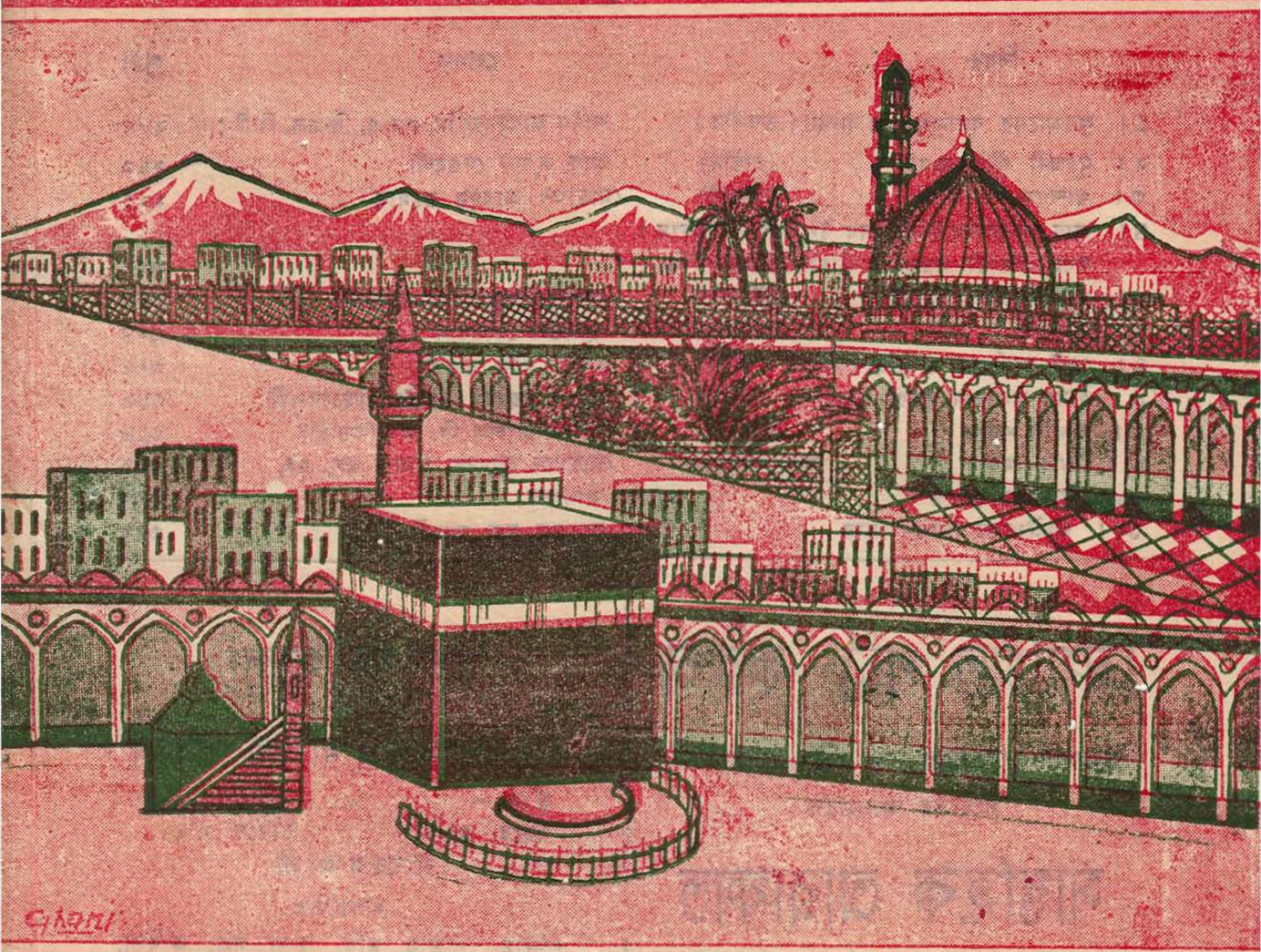

সম্পাদক

শেখ মোঃ আবদুর রহিম এম এ, বি এল, বি টি

এই সংখ্যার মূল্য ১০ টাকা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

একাদশ বর্ষ—সপ্তম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ-পৌষ—১৩৭০ বাং জানুয়ারী—১৯৬৪ ইং

শা'বান—১৩৮৩ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা (তফসীর)		শাইখ আবদুর্রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি ;	২৮৫
২। মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(হাদীস)	আবু য়ুসুফ দেওবন্দী	২৮৯
৩। খান্দানে গযনভী	(জীবনী)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	২৯৩
৪। আহ্‌লে-হাদীস ইতিহাসের উপকরণ (ইতিহাস) মওঃ এলাহী বখশ ও তাঁহার রচিত পুঁথি			২৯৮
৫। মহামতি ইমাম নাসাঈ	(জীবনী)	মোঃ হাবীবুল্লাহ খান রহমানী	৩০১
৬। মুসলিম	(কবিতা)	সুজাউল কোরবান	৩০৪
৭। সেন্ট বার্ণাবাস ও তাঁহার ইঞ্জিল	(প্রবন্ধ)	আবদুন্ নইম চৌধুরী	৩০৫
৮। ইমাম সুফ্‌যান সওরী (রহঃ)	(জীবনী)	এ. কে. মহাম্মদ হুসাইন বাসুদেবপুরী	৩১২
৯। হাদীস শরীফ	(কবিতা)	আবদুল খালেক বি. এ (করাচী)	৩১৮
১০। মাসে-মসায়েল	(মসলা-মসায়েল)	মোহাম্মদ আবদুছ্ ছামাদ এম; এম,	৩২১
১১। সাময়িক প্রসংগ		সম্পাদক	৩২৭
১২। জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার		আবদুল হক হক্কানী	৩২৯

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৭ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা- ২

সবুজ পাতা

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

চাঁদা—

বছরে ৪'০০ ছমাসে ২'২৫

শাহেদ আলী সম্পাদিত

পাতায় পাতায় ছবি, ছড়া, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ,—জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা।

আপনার ছেলেমেয়েদেরকে গ্রাহক করে দিন

সবুজ পাতা

৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

একাদশ বর্ষ	জানুয়ারী, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ, শাবান-রমযান ১৩৮৩ হিঃ, পৌষ-মাঘ, ১৩৭০ বংগাব্দ	সপ্তম সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

শাইখ আবদুর রহীম এম. এ. বি এল বি. টি, কারিগ-দেওবন্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٠٣ واذكروا الله فى ايام معدودت‘

فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه‘

ومن تاخر فلا اثم عليه لمن

২০৩। এবং গণা কয়েকদিন মাত্র তোমরা আল্লার গুণগান কর। অনন্তর, কেহ দুই দিনেই [মক্কা ফিরিতে] তাড়াতাড়ি করিয়া বসিলে তাহার কোনও গোণাহ হইবে না ; আর কেহ [মিনায় দুই দিনের] পরে থাকিলেও তাহারও কোন গুনাহ হইবে না—যদি তাহারা নিজেদেরে অধর্ম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

اتقى ، واتقوا الله واعلموا انكم اليه
تحشرون ○

হইতে রক্ষা [করিবার উদ্দেশ্যে উহা] করে।[২১৮] আর তোমরা আল্লাহকে সমীহ করিয়া চল এবং জানিয়া রাখ যে, তোমাদেরে তাঁহার নিকটে অবশ্যই সমবেত করা হইবে।

٢٠٤ ومن الناس من يعجبك قوله
في الحيوة الدنيا ويشهد الله على مافي
قلبه وهو الد الخصام .

২০৪। আর [হে নবী,] মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে—পার্থিব জীবন সংক্রান্ত যাহার আলোচনা আপনাকে মুগ্ধ করে এবং যে ব্যক্তি নিজ অন্তরের [অকপট] অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে; অথচ প্রকৃতপক্ষে সে আপনার বিরোধিতায় সর্বাধিক একগুঁয়ে।

٢٠٥ واذا تولى سعى في الارض
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ،
والله لايحب الفساد .

২০৫। আরও সে যখন [আপনার নিকট হইতে] চলিয়া যায় তখন সে দেশে বিশৃঙ্খলা-বিভ্রাট বাধাইবার জন্য, এবং শস্যক্ষেত্র ও পালিত পশু ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা-চরিত্র চালাইতে থাকে। আর আল্লাহ বিশৃঙ্খলা-বিভ্রাট পসন্দ করেন না।

٢٠٦ واذا قيل له اتق الله
اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم

২০৬। আর তাহাকে যখন বলা হয়, "আল্লাহকে সমীহ করিয়া চল," তখন আত্মাভিমান তাহাকে ধরিয়া বসে এবং পাপসাধনে উত্তেজনা যোগায়। অনন্তর, তাহার [শাস্তির] পক্ষে এক

২১৮। ২০০ নং আয়াতে হুকুম হইয়াছে যে, হজ্জ-ক্রিয়াগুলি সম্পাদিত হইলে আল্লার গুণগান করিতে হইবে। আর মিনায় কুরবানী করাই যেহেতু সর্বশেষ হজ্জ-ক্রিয়া কাজেই ঐ আয়াতের তাৎপর্য এই হয় যে, মিনায় কুরবানী করার পরে সেখানে যিক্র করিতে হইবে।

তারপর, ২০৩ নং আয়াতটি ২০০ নং আয়াতের পরিপূরক। কাজেই ২০৩ নং আয়াতটির তাফসীর দাঁড়ায় এইরূপ:—

কুরবানী করিবার পরে তোমরা মিনায় তিন দিন অবস্থান করতঃ গুনগান করিতে থাকিবে। অনন্তর, কেহ যদি নিজেকে অধর্ম হইতে পাক-সাফ রাখিয়া মাত্র দুই দিন মিনায় থাকিয়া দ্বিতীয় দিনেই মক্কা রওযানা হয় তবে তাহাতে তাহার কোন গুনাহ হইবে না। আবার কেহ যদি নিজেকে অধর্ম হইতে পাক-সাফ রাখিয়া দুই দিনের পর দিনও মিনায় অবস্থান করে তবে তাহারও কোন গুণাহ হইবে না। অর্থাৎ খুশী খেয়ালের বশবর্তী হইয়া যদি কেহ দুই দিনের দিন মিনা ত্যাগ করে তবে সে গুনাহগার হইবে। আর খুশী খেয়ালের বশবর্তী হইয়া যদি কেহ দুই দিনের পরে মিনায় অবস্থান করে তবে সেও গুনাহগার হইবে। মিনায় যিক্র করার তাৎপর্য—তকবীর তশরীফ উচ্চৈস্বরে বলা।

www.ahlehadeethbd.org

ولبئس المهاد .

٢٠٧ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد ٥

٢٠٨ يايها الذين امنوا ادخلوا فى

জাহান্নামই যথেষ্ট—আর উহা অতীব জঘন্য আবাস বটে।[২১৯]

২০৭। আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে—যে ব্যক্তি আল্লার সন্তোষের আকাঙ্খায় নিজেকে [আল্লার নিকটে] বিক্রয় করিয়া বসে। আর আল্লাহ নিজ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত কোমল।[২২০]

২০৮। হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামের মধ্যে—(আল্লার প্রতি আত্মসমর্পণে) সম্পূর্ণরূপে দাখিল হও;[২২১] আর শয়তানের পদক্ষেপের

২১৯। ২০৪ নং আয়াত হইতে ২০৬ নং আয়াত পর্যন্ত আয়াত তিনটিতে মুনাফিকদের আচরণের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তফসীরকারগণ বলেন, এই আয়াত তিনটি বিশেষ করিয়া 'আখনাস' নামক এক মুনাফিক সম্বন্ধে নাযিল হয়। 'আখনাস' বানূ সাকীফ গোত্রের লোক ছিল এবং নবী সঃ-র মামার গোত্র 'বানূ যুহরা' গোত্রের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ ছিল। বানূ যুহরা-গোত্রের তিন শত লোক নবী সঃ-র পক্ষ অবলম্বন করিয়া বদর অভিযানে যোগদান করিতে প্রস্তুত হইলে আখনাস তাহাদের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করে।

অনন্তর, বানূ যুহরা গোত্রের লোকদেরে আখনাস বলে, "মুহম্মদ তোমাদের বোনের সন্তান। তাহার দাবী যদি মিথ্যা হয় তবে অপর লোকদের দ্বারা তাহার বিনাশ বাঞ্ছনীয় আর তাহার দাবী যদি সত্য হয় তবে সে তো জয়ী হইবেই হইবে এবং তখন তোমরা ঐ সৌভাগ্যের অংশ লাভ করিতে পারিবে। কাজেই আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, আমি এই অভিযান হইতে সরিয়া পড়িব। তোমরাও আমার সংগে সংগে সরিয়া পড়িও। এই ভাবে আখনাস বদর যুদ্ধে যোগদানেচ্ছু তিন শত মুসলিমকে লইয়া সরিয়া পড়ে।

আখনাস একজন সুদর্শন ও মিষ্টভাষী লোক ছিল। সে নবী সঃ-র সহিত প্রায়ই উঠা-বসা করিত। সে বাহ্যতঃ ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিত এবং নবী সঃ-র সামনে আল্লার নামে কসম করিয়া বলিত, "আমি বাস্তবিকই আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসি।" নবী সঃ তাহাকে নিকটে বসাইতেন এবং তাহার আলোচনায় মুগ্ধ হইতেন।

২২০। নিজেকে আল্লার নিকটে বিক্রয় কারীর স্বরূপ সূরা আত-তওবার ১১১ নং আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। আয়াতটির তরজমা এই ঃ—

"ইহা নিশ্চিত যে, যে সকল মুমিন আল্লার পথে যুদ্ধ করিতে গিয়া (আল্লার নাফরমানদিগকে) হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হয়, আল্লাহ তাহাদের জান ও মাল এই শর্তে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন যে, তাহারা নিঃসন্দেহে জান্নাতের অধিকারী হইবে। আল্লাহ নিজের উপরে এই যে বাস্তব প্রতিশ্রুতি আরোপ করিয়াছেন তাহা তাওরাৎ, ইনজীল ও কুরআনে বর্ণিত রহিয়াছে। তোমরা যাহারা আল্লার সহিত সম্পাদিত চুক্তিটি পূর্ণ করিয়াছ তোমরা যে মূল্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত করিয়াছ সেই মূল্যটি লাভ করিবার শুভ সংবাদ শুন—আর উহাই মহান সফলতা।"

২২১। আহল-কিতাবদের মধ্যে যাহারা দীন ইসলাম কবুল করিয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ নিজেদের পূর্ববর্তী দীনের কোন কোন ব্যবস্থাকে উত্তম জ্ঞানে তাহা পালন করিবার আকাঙ্খা রাখিত ঐ আকাঙ্খা পরিত্যাগকরতঃ তাহাদিগকে ইসলামের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দাখিল হইবার জন্য এই আয়াতে নির্দেশ

www.ahlehadeethbd.org

السلم كافة ولا تتبعوا خطوت الشيطن
انه لكم عدو مبين ٠

অনুসরণ করিওনা; (তাহার চলার পথে চলিও না); ইহা নিশ্চিত যে, সে তোমাদের পক্ষে প্রকাশ্য দুশমন।

٢٠٩ فان زللتم من بعد ما جاءتكم
البينت فاعلموا ان الله عزيز حكيم ٠

২০৯। অনন্তর, তোমাদের নিকটে স্পষ্ট প্রমাণাদি আসিবার পরেও যদি তোমরা [ন্যায় পথ হইতে] স্খলিত হইয়া পড় তবে জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অতীব বিচক্ষণ।

٢١٠ هل ينظرون الا ان ياتيهم
الله في ظلل من الغمام والملئكة وقضي
الامر والى الله ترجع الامور ٠

২১০। [স্পষ্ট প্রমাণাদি পাইয়াও যাহারা ন্যায় পথ হইতে সরিয়া থাকে তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় যে, তাহারা কিয়ামতের ফয়সালাটি এখনই দেখিতে চায়।] তাহারা যেন এই অপেক্ষাই করিতেছে যে, আল্লাহ তাঁহার মালাইকা সমভিব্যবহারে মেঘমালার ছায়ার মধ্যে তাহাদিগের নিকট আগমন করুন এবং [ইসলামের সত্যাসত্য] ব্যাপারটির চরম ফয়সালা হইয়া থাক। কিন্তু [প্রকৃত কথা এই যে,] একমাত্র আল্লারই দিকে ব্যাপারগুলি ফিরিয়া থাকে। (অর্থাৎ 'তাহারা যাহা আকাঙ্খা করে তাহাই হইবে' এমন কথা নয়; বরং আল্লাহ যাহা ফয়সালা করেন তাহাই হয়।)

দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন খাঁটি মুমিন তাওরাৎ ও ইনজীলের উপদেশপূর্ণ বাণীগুলিকে উত্তমস্থানে তাহা লিখিয়া লইবার ইচ্ছা করে। ঐ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবার জন্ত তাহাদিগকেও এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, যাহাদের অন্তরে ঈমান ছিলনা—যাহারা কেবলমাত্র মুখেই ঈমান প্রকাশ করিত সেই সকল মুনাফিককে এই আয়াতে ইসলামে কায়-মনোবাক্যে দাখিল হইবার জন্ম নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থতঃ যে সকল মুশরিক বা কাফির দীন ইসলাম কবুল করে তাহারা যেন তাহাদের পরিত্যক্ত দীনের কোন ইসলাম-বিরোধী অনুষ্ঠান বা ব্যবস্থা পালন করিতে না থাকে তাহার নির্দেশও এই আয়াতে রহিয়াছে।

ইসলামে সম্পূর্ণরূপে দাখিল হইবার তাৎপর্য সম্বন্ধে খ্যাতমানা সাহাবী হুযাইফা রাঃ বলেন "সম্পূর্ণরূপে ইসলাম পালন বলিতে আটটি বিষয় পালন করা বুঝায়। বিষয়গুলি এই:—নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, উমরা, জিহাদ, ন্যায় কাজের আদেশ দান ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান।"

www.ahlehadeethbd.org

মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য

—আবু য়ুসুফ দেওবন্দী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

كتاب الجنايات

অপরাধ দণ্ড অধ্যায়

৩৩৪। [ক] ইবন মস'উদ রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لايحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله الا باحدى ثلاث : الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

যে মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই এবং আমি নিশ্চিত আল্লার রসূল' তাহার রক্ত তিনটি অবস্থার কোন একটি অবস্থা ব্যতীত পাত করা হালাল হইবে না। [অবস্থা তিনটি এই] [এক] বিবাহিত, যৌন মিলন উপভোগকারী ব্যভিচারী ব্যক্তি। [দুই] কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যাকারী এবং [তিন] দীন ইসলাম পরিত্যাগ কারী মুসলিম জামা'আত হইতে সম্পর্ক ছিন্নকারী।—বুখারী ও মুসলিম।

[খ] 'আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لايحل قتل مسلم الا فى احدى ثلاث : زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الارض

কোনও মুসলিমকে তিনটি অবস্থার কোন একটি অবস্থা ব্যতীত হত্যা করা হালাল হইবে না। [এক] বিবাহিত যৌন-মিলন উপভোগকারী ব্যভিচারী—তাহাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইবে। [দুই] যে ব্যক্তি কোনও মুসলিমকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে—তাহাকে হত্যা করা হইবে। [তিন] যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে—[তাহার অপরাধের গুরুত্ব লক্ষ্য করিয়া] তাহাকে [তরবারী দ্বারা] হত্যা করা হইবে অথবা শূলবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইবে অথবা দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।—আবূ দাউদ ও নাসা'ঈ। হাকিম এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন।

৩৩৫। 'আবদুল্লাহ ইবন মস'উদ রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

اول مايقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء

www.ahlehadeethbd.org

কিয়ামত দিবসে মানুষের [হক সম্পর্ক তাহাদের] মধ্যে সর্ব-প্রথমে যে বিষয়ের ফয়সলা করা হইবে তাহা রক্তপাত সম্বন্ধে হইবে।—বুখারী ও মুসলিম।

৩৩৬। সামুরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه.

যে ব্যক্তি নিজ গোলামকে হত্যা করিবে তাহাকে আমরা হত্যা করিব, এবং যে ব্যক্তি নিজ গোলামের কান কাটিয়া ফেলিবে আমরা তাহার কান কাটিয়া ফেলিব।—আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়। এই হাদীসকে তিরমিযী, 'হাসান' বলিয়াছেন।

এই হাদীসটি সমুরা হইতে হাসান বাসারী রিওয়াত করিয়াছেন—আর সামুরা হইতে হাসান বাসারীর প্রত্যক্ষভাবে কোন হাদীস শোনা সম্বন্ধে মুহাদ্দিসদের মতভেদ রহিয়াছে।

আবূ দাউদ ও নাসা'ঈর রিওয়াতে এই বাক্যটিও উল্লিখিত হইয়াছে

ومن خصى عبده خصيناه

আর যে ব্যক্তি নিজ গোলামের অণ্ডকোষ বাহির করিয়া ফেলিবে আমি তাহার অণ্ডকোষ বাহির করিয়া ফেলিব। এই অতিরিক্ত অংশটিকে হাকিম সহীহ বলিয়াছেন।[১]

৩৩৭। খাত্তাব-পুত্র উমর রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি :—

لايقاد الوالد بالولد

পুত্র হত্যার কারণে পিতাকে হত্যা করা হইবে না।[২]—আহমদ, তিরমিযী ও ইবন মাজা। ইবনুল-জারূদ ও বাইহাকী এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন; কিন্তু তিরমিযী ইহার বর্ণনা শৃঙ্খলকে 'গণ্ডগোলে' বলিয়াছেন।

৩৩৮। আবূ জুহাইফা রাঃ বলেন, আমি 'আলীকে বলিলাম, "কুরআন ছাড় অহঈর কোন কিছু কি আপনার নিকটে আছে?" তিনি বলিলেন, "না; যিনি বীজকে অঙ্কুরিত করেন এবং প্রাণকে পয়দা করেন তাঁহার কসম, আল্লাহ তা'আলা কুরআন বুঝিবার যে ক্ষমতা মানুষকে দিয়া থাকেন সেই জ্ঞান বুদ্ধি ছাড়া এবং এই কাগজে যাহা আছে তাহা ছাড় আমার নিকটে আর কিছুই নাই।" আমি বলিলাম "এই কাগজে কী আছে?" তিনি বলিলেন, "রক্ত মূল্যের বিবরণ, কয়েদীকে মুক্ত করার নিয়ম কানুন এবং এই কথা যে, কোন কাফিরকে হত্যা করার কারণে কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাইবে না। [তাহাতে রক্তমূল্য দণ্ড হইতে পারে।]—বুখারী।

আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসা'ঈ ইহা এইভাবে বর্ণনা করেন :—

আলী রাঃ বলেন, ইহার মধ্যে আছে, "মুমিনদের রক্ত সমান সমান। (অর্থাৎ যে কোন মুমিন যে কোন মুমিনকে ইচ্ছা পূর্বক

১। কাহাকে হত্যা করার ফলে প্রাণদণ্ড হইবে এবং কাহাকে হত্যা করার ফলে প্রাণদণ্ড হইবে না এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ও বিশদ আলোচনা সূরা আল্ বাকরার ১৭৮ নং আয়াতের তফসীরে ১৯৩ নং নোটে করা হইয়াছে। [তর্জুমানুল হাদীস—একাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা—১০২—১০৪ পৃষ্ঠা দেখুন।]

২। অধিকাংশ ইমামের মত এই যে, পুত্রের হত্যার কারণে পিতাকে দুনয়াতে হত্যা করা হইবে না। কিন্তু আখিরাতে পিতাকে পুত্র-হত্যা জনিত আযাব অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

হত্যা করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।) আর মুমিনদের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তিও মুমিনদের দায়িত্বে কাজ করিয়া থাকে। (অর্থাৎ সাধারণ যে কোন মুমিনের কাজের জন্য সমগ্র মুমিন জাতি দায়ী হইবে।) আর সকল মুসলিমকে অপর লোকদের বিপক্ষে পরস্পর সাহায্যকারী হইতে হইবে। কাফির হত্যার কারণে কোন মুমিনকে হত্যা করা হইবে না, এবং কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে চুক্তি থাকাকালে হত্যা করা চলিবে না।—এই হাদীসকে হাকিম সহীহ বলিয়াছেন।

৩৭৯ আনাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন দাসীকে দেখা গেল যে, তাহার মাথা একটি পাথরের উপরে রাখিয়া অপর একটি পাথর দ্বারা আঘাত করিয়া চূর্ণ করা হইয়াছে। [দাসীটি মরণোন্মুখ হইয়াছিল।] লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ ব্যক্তি তোমার সহিত এই আচরণ করিয়াছে? অমুক? অমুক?" অবশেষে লোকে এক জন য়াহূদীর নাম উল্লেখ করিলে দাসীটি মাথা নাড়িয়া হাঁ-জ্ঞাপক ইশারা করিল অনন্তর, য়াহূদী লোকটিকে ধরিয়া আনা হইলে সে স্বীকার করিল। তখন রসূলুল্লাহ সঃ হুকম করিলেন যে, উহার মাথাও একটি পাথরের উপর রাখিয়া অপর একটি পাথর দ্বারা চূর্ণ করা হউক।—বুখারী ও মুসলিম; এই হাদীসের শব্দগুলি মুসলিমের।

৩৪০। হুসাইন পুত্র 'ইমরান' রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, কয়েক জন দরিদ্র লোকের একজন বালক-দাস কয়েকজন ধনী লোকের একজন বালক-দাসের কানের কিছু অংশ কাটিয়া ফেলে। অনন্তর ঐ ধনীগণ নবী সঃ-র নিকটে যায় [এবং বিচার প্রার্থনা করে।] নবী সঃ তাহাদের জন্য কোন কিছুই [দিবার হুকম] করেন নাই।[৩]—আহমদ ও আর তিন সুনান-সহীহ সনদ যোগে।

৩৪১। 'আম্‌র ইবন শু'আইব- তাঁহার পিতা হইতে, তারপর ঐ পিতা তাঁহার পিতামহ হইতে রিওয়াত করেন যে, এক জন লোক অপর একজন লোকের হাঁটুতে একটি শিং দ্বারা খোঁচা মারে। অনন্তর আহত লোকটি নবী সঃ-র নিকটে আসিয়া বলিল, "আমার যখমের মূল্য আমাকে দিবার হুকম করেন।" ইহাতে নবী সঃ বলিলেন,

حَتَّى تَبْرَأَ

"তুমি আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত [অপেক্ষা কর"]।

[ফলে, লোকটি চলিয়া গেল। কিন্তু আরোগ্য লাভের পূর্বেই] সে আবার নবী সঃ-র নিকটে আসিয়া বলিল, "আমার যখমের মূল্য দানের হুকম করুন।" ফলে, নবী সঃ তাহার যখমের মূল্য দানের হুকম করেন।

কিছু কাল পরে ঐ লোকটি নবী সঃ-র নিকটে

৩। বাদীপক্ষ 'কান কাটার' বদলে 'কান কাটা' দাবী পরিত্যাগ করিয়া যখমের মূল্য দাবী করে। কাজেই আসামী বালক-দাসটির কান কাটা বাতিল হইয়া যায়। তারপর আসামীর কোন ধন না থাকায় ঐ যখমের মূল্য দানের দারিদ্র তাহার মালিকদের উপরে বর্তে; কিন্তু তাহারা দরিদ্র ছিল বলিয়া নবী সঃ মূল্য দানের হুকম দেন নাই।

www.ahlehadeethbd.org

আসিয়া বলিল, "আল্লার রসূল আমি তো খোঁড়া হইয়া পড়িলাম।" তখন নবী সঃ বলেন,

قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وابطل عرجك

আমি তোমাকে [তখন যখমের মূল্য হইতে] নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমার কথা অমান্য করিয়াছিলে। ফলে, আল্লাহ [তোমাকে নিজ রহমত হইতে দূর করিয়া] তোমাকে খোড়া করিয়া দেন এবং তোমার খোঁড়া হওয়ার মূল্য বাতিল করিয়া দেন"।

তারপর, কোন আহত ব্যক্তির যখম যে পর্যন্ত আরোগ্য না হয় সে পর্যন্ত কোন যখমের মূল্য স্থির করিতে রসূলুল্লাহ সঃ নিষেধ করেন।—আহমদ ও দারকুৎনী। এই হাদীসটির বর্ণনা-শৃংখলে 'ইর্‌সাল' দোষ রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

খান্দানে গযনভী

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

পশ্চিম পাক-জমঈয়তে আহলে-হাদীসের আমীর, খান্দানে গযনভীয়ার রওশন-চেরাগ, জঙ্গে আযাদীর প্রথম কাতারের মুজাহিদ, প্রজ্ঞাবিভূষিত ও মুহাক্কেক আলেম হযরত মওলানা সৈয়েদ মোহাম্মদ দাউদ গজনভী সাহেব ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর ইন্তেকাল ফরমাইয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে……রাজেউন।)

মওলানা গজনভী একটি বিশেষ খ্যাতনামা আলেম পরিবার ও ঐতিহাসিক খান্দানের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি মওলানা সৈয়েদ আবদুল্লাহ গজনভীর (রহঃ) পৌত্র, মওলানা আবদুল জব্বার গজনভীর (রহঃ) পুত্র এবং মওলানা আবদুল ওয়াহেদ গজনভীর (রহঃ) ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

এই পরিবারের বাসস্থান ছিল আফগানিস্তানের অন্যতম প্রসিদ্ধ শহর গজনীতে মওলানা আবদুল্লাহ গজনভী (রহঃ) [১২৩০-১২৯৮ হিঃ] একজন নেকবখ্‌ত খোদাপরস্ত সুন্নত-ভক্ত বিশিষ্ট আলেম ও ওলীউল্লাহ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল মোহাম্মদ, দাদার নামও ছিল মোহাম্মদ এবং পরদাদার নাম ছিল মোহাম্মদ শরীফ, ইঁহারা সকলেই ওলীউল্লাহ ছিলেন। মওলানা আবদুল্লাহ গজনভী কান্দাহারের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মভীরু আলেম মওলানা শেখ হাবীবুল্লাহ কান্দাহারীর (রহঃ) নিকট হইতে নিভিন্ন মসায়েলে আলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহারই পরামর্শক্রমে মওলানা আবদুল্লাহ গজনভী আল্লামা ইসমাঈল শহীদের (রহঃ) 'তকবীয়াতুল ঈমান' মনযোগের সঙ্গে পাঠ করেন। উক্ত পুস্তক পাঠের ফলে তিনি শির্‌ক এবং তওহীদ সম্পর্কে স্পষ্ট আলোক প্রাপ্ত হন। তিনি বুখারী এবং অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ পাঠের পর সুন্নতের একনিষ্ঠ তাবেদার হইয়া যান। প্রত্যেক মসয়ালায় হাদীসের উপর আমল শুরু করিয়া দেন। ফিক্‌হের কোন মসয়ালাকে হাদীসের খেলাফ দেখিতে পাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহা ছাড়িয়া দিতেন এবং হাদীসের উপর আমল করিতেন। এইভাবে তিনি নামাযে রফউল ইয়াদয়েন ও ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতেহা পাঠ এবং আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া শুরু করিয়া দেন। অতঃপর মওলানা আবদুল্লাহ তওহীদ ও সুন্নতের তবলীগ এবং শের্ক ও বিদআতের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান জোরেশোরে শুরু করিয়া দেন। ফলে উক্ত এলাকার মোল্লা-মৌলবীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া যান। তাহারা কাবুলের তদানীন্তন আমীর দোস্ত মোহাম্মদের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ শেকায়েত করেন। আমীর তাহাদের অভিযোগ মতে মওলানা আবদুল্লাহ গযনভীকে দেশ হইতে বহির্গমনের আদেশ প্রদান করেন।

মওলানা গযনভী ব্যথিত হৃদয়ে গযনী হইতে বিদায় লইয়া পাক-হিন্দের সোয়াত রাজ্যের বুনীরে আগমন করেন। তথা হইতে কুঠা, হাযারা ও পাঞ্জাব প্রদেশ হইয়া দিল্লীতে আগমন করেন। তাঁহার দিল্লী আগমন সার্থক হয়। এখানে তিনি শায়খুল কুল হযরত আল্লামা সৈয়েদ নযীর হুসেন সাহেবের নিকট হাদীস পড়া শুরু করিয়া দেন এবং অধ্যয়ন শেষে হাদীসের সনদ হাসেল করেন। ঠিক এই সময়েই—অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে পাক-ভারতের আযাদী সংগ্রাম বা তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হইয়া যায়। মওলানা গযনভী দিল্লী হইতে পাঞ্জাব আগমন করেন। এখান হইতে ডেরা ইসমাঈল খান হইয়া নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া দেশের অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে দেশে অবস্থান করা ঘটিয়া উঠিল না। তিনি আফগানিস্তানেরই নাবা নামক রাজ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আমীরের কাণে এ সংবাদ পৌঁছার সংগে সঙ্গে সেখান হইতেও তিনি বিতাড়িত হইলেন।

www.ahlehadeethbd.org

মওলানা আবদুল্লাহ গযনভী তদীয় স্ত্রী পুত্র পরিজন সহ পুনঃ দেশের মায়া ত্যাগ করিয়া ইয়াগিস্তানের পাহাড়ী এলাকায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। মর্দে মুমীন নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। তওহীদ ও সুন্নতের প্রচার কার্য তিনি এখানে আসিয়াও শুরু করিয়া দেন। নাবার উলামা-ই-সূ এ সংবাদ জানার পর একদল লস্কর লইয়া তাঁহার গৃহে অতর্কিত আক্রমণ করিয়া বসে এবং তাঁহার গৃহ পোড়াইয়া দেয়। তাঁহার মুরীদ মু'তাকেদগণের মধ্যে কয়েকজন জখমীও হয়। অবশেষে সেখান হইতেও তাহাকে সরিতে হয়। পরিবার পরিজন সহ তিনি এক পাহাড়ী এলাকা হইতে অন্য পাহাড়ী এলাকায় স্থানান্তরিত হইতে থাকেন। যেখানেই কিছু দিন অবস্থান শুরু করেন, সেখানেই বিরোধী মোল্লা মৌলবীরা বলে অথবা কলে কৌশলে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। ইতিমধ্যে আমীর দোস্ত মোহাম্মদ মারা যান। তাঁহার পুত্র শেরআলী খান আফগানিস্তানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মওলানা ভাবিলেন নূতন বাদশার নিকট হয়ত সদয় ব্যবহার পাওয়া যাইবে। এই মনে করিয়া স্ত্রী পুত্র সহ পুনঃ দেশে ফিরিলেন। কিন্তু অবস্থা যেমন ছিল তখনও তাহার বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন ঘটে নাই। সেই বিরোধী আলেমদের প্ররোচনায় শেরআলী খানও মওলানাকে দেশ ছাড়ার নির্দেশ প্রদান করিলেন। মওলানা মহা ভাবনায় পড়িলেন। ভাবিলেন, এখন যাই কোথায়? এই সময় সিংহাসনের অধিকার লইয়া ঝগড়া শুরু হইল। পরিণামে শের আলী খানকে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া হিরাতে গমন করিতে হইল। মোহাম্মদ আফযল খান সুলতানত প্রাপ্ত হইলেন। উল্লিখিত আলেম দল তাঁহার কাণকেও বিষাক্ত করিয়া তুলিলেন। নূতন আমীর তাঁহাকে গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করিলেন। সরদার মোহাম্মদ ওমর খানের সামনে তাঁহাকে হাজির করান হইল। এই সময় তাঁহার ৩ পুত্র মৌলবী আবদুল্লাহ, মৌলবী মোহাম্মদ ও মৌলবী আবদুল জব্বার সঙ্গে ছিলেন। মওলানা মওসুফ এবং তদীয় পুত্রদের নূরানী চেহারা দেখিয়া তিনি আকৃষ্ট ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আদবের সঙ্গে মওলানার খেদমতে আরয করিলেন, "দেখুন আপনি দেশীয় মৌলবীদের অনুসৃত পথ ত্যাগ করে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করছেন এবং নাজেহাল হচ্ছেন। কী দরকার অন্য পথ অবলম্বন করার? এরা যেরূপ চলছে সেরূপই চলেন না কেন?"

জওয়াবে "মওলানা আরয করেন, "কেমন করে পারব! আল্লার হুকুম তো অমান্য করতে পারি না। আল্লার হুকুম হচ্ছে কেতাব ও সুন্নাতকে জারি করার।" এই কথায় আমীরের মনে শুভ ক্রিয়া হইল। তিনি তাঁহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া বাদশার নিকট তাঁহার সম্বন্ধে ভাল অভিমত জানাইয়া অনুকূল হুকুমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন বাদশা মওলানাকে কাবুলে প্রেরণের নির্দেশ দিলেন

তিনি কাবুলে পৌঁছার পর পরই উলামা-সূ-গণ বাদশার দরবারে হাজির হইলেন। বাদশাহকে বলিলেন, আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খানের আমলেই এই লোকটিকে আমরা কাফের বলিয়া ফতোয়া দিয়াছি। আজও সে কাফের। নূতন করিয়া ইহার সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করার কোনই অবকাশ এবং প্রয়োজন নাই। বরং রীতিমত শাস্তি প্রদান এবং অপদস্ত না করিলে ইহার ফেতনা (!) বাড়িয়াই চলিবে। এবার তাহাকে দুররা মারার এবং গাধার উপর তুলিয়া শহর ঘুরান দরকার। হইলও তাহাই। মওলানা আবদুল্লাহ গযনভীকেই শুধু নয়— তাঁহার তিন পুত্রকেও গাধায় চড়াইয়া শহর ঘুরান হইল। তারপর তাঁহার পুত্রগণ সহ তাঁহাকে চাবুকের কষাঘাতে জর্জরিত করিয়া অবশেষে সরকারের কয়েদ খানায় বন্দী করিয়া রাখা হইল।

পূর্ণ দুই বৎসর কয়েদ খানায় আবদ্ধ থাকার পর তাঁহারা মুক্তি লাভ করিলেন। কিন্তু বিদ্বেষ-দগ্ধ এবং হিংসান্ধ তথাকথিত আলেম দল এবার তাঁহার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন। আমীর আফযল খানকে আল্লাহ তালা ইতিমধ্যে দুনিয়া হইতে তুলিয়া লইলেন। তৎস্থলে আমীর আযম খান বাদশাহী তখতে আরোহণ

www.ahlehadeethbd.org

করিলেন কিন্তু মওলানা গযনভীর প্রতি আলেম দলের বিরোধিতা আর বাদশাহী নিষ্ঠুর আচরণের কোন পরিবর্তন ঘটিল না। দেশ ত্যাগের নির্দেশ আবার জারী করা হইল আল্লার উপর ভরসা রাখিয়া এবার তিনি চিরতরে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। কিছুদিন পেশাওয়ারে অবস্থানের পর অবশেষে অমৃতসরে উপনীত হইলেন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করিলেন।

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে মওলানা আবদুল্লাহ গযনভী মুল্লা হাবীবুল্লাহ কান্দাহারীর নিকট হইতে আরবী এবং দীনী এলমের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন তাঁহার মাধ্যমেই সুন্নতে রসূলুল্লার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ও অনুরাগ সৃষ্টি হয়।

আর কেন হবে না? মুল্লা হাবীবুল্লাহ কান্দাহারী তো সুন্নতের পুনর্জীবনদাতা স্বয়ং হযরতুল আল্লামা ইসমাঈল শহীদের নিকট হইতে শিক্ষালাভ ও ফয়েয পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন অবশেষে তিনি দিল্লিতে মুজাদ্দিদে-যামান হযরত মাওলানা নযীর হুসেন মুহাদ্দিসের শিষ্যত্ব বরণ ও তাঁহার নিকট হাদীস শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়া স্বীয় জীবনকে সার্থক করিয়া তোলেন।

আল্লার কালাম এবং রসূলুল্লার সুন্নতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় মাওলানা আবদুল্লাহ গযনভীর দান অবিস্মরণীয়। কোরআন ও হাদীসের অনুসরণ ও প্রচারের জন্যই তাঁহাকে আফগানিস্তানের স্বীয় পারিবারিক জায়গীর, ধনসম্পদ, পদমর্যাদা সব বিসর্জন দিয়া কারাবাস বরণ, অশেষ দুঃখ কষ্ট স্বীকার এবং পরিবার পরিজন সহ হিন্দুস্তান অভিমুখে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইতে হয়।

মাওলানা আবদুল্লাহ গযনভী অমৃতসরে বসতি স্থাপনের পর হইতে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দীন ইসলামের অকুণ্ঠ খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। তাঁহার কল্যাণে পাঞ্জাবের হাজার হাজার মুসলমান দীনের যথার্থ আলোক প্রাপ্ত হইয়া বেহদ উপকৃত হন। যাহ্দ ও তাক্ওয়ার তিনি ছিলেন মূর্তীমান প্রতীক। সহস্র সহস্র লোক তাহার নিকট বয়াত হইয়া রূহানী জ্ঞানের সন্ধান প্রাপ্ত হন।

দুইটি স্বপ্ন—

প্রথম স্বপ্ন ও উহার তা'বীর

মওলানা আবদুল্লাহ গজনভী সাহেব দুইটি গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দর্শন করেন। স্বপ্ন দুইটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি নিজেই এই স্বপ্নদ্বয়ের বর্ণনা এবং তা'বীর প্রদান করিয়া গিয়াছেন। উহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

"আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমার গৃহের ছাদ হইতে সিঁড়ি দিয়া নীচে গৃহ প্রাঙ্গণে অবতরণ করিতেছি নীচে নামিয়া একটি উজ্জ্বল বাতি এবং আমার বগলে সহীহ বুখারী দেখিতে পাইলাম। বাতির আলোতে বুখারী শরীফ মেলিয়া ধরিয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছি—কিন্তু পড়ার উপায় নাই—কেতাবের সমস্ত লেখা ধূলায় ঢাকা। অবশেষে রুমাল হাতে লইয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আমি পরিষ্কার করিতে লাগিলাম। এই ভাবে কেতাবের প্রায় সব পাতা সাফ করিয়া ফেলিলাম। মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা বাকী, আর পারিলাম না, ঠেকিয়া গেলাম। খুব কষ্ট ও তকলীফ হইতে লাগিল।

এই স্বপ্ন দেখিয়া ইহার অর্থ ভাবিয়া আমি হয়রান পেরেশান হইয়া গেলাম। অবশেষে ঘটনাচক্রে দিল্লী পৌঁছিলাম। দিল্লী পৌঁছিয়া খাতেমুল মুহাদ্দেসীন মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ নযীর হুসেনের খেদমতে হাযীর হইলাম এবং তাঁহার নিকট বুখারী শরীফ পড়া শুরু করিয়া দিলাম। পড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এমন সময়ে দিল্লীতে গদরের হাঙ্গামা (সিপাহী যুদ্ধ) শুরু হইয়া গেল। হাঙ্গামা যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রাণের নিরাপত্তার চিন্তায় গমগীন—তখন আমরা নিশ্চিন্ত মনে এত্মীনানের সঙ্গে মিঞা সাহেবের নিকট বুখারী অধ্যয়নে মশগুল! প্রথম বিপর্যয়ের পর ইংরাজগণ পুনরায় নগর দখল করিয়া বসিলেন। পুনঃ কর্তৃত্বের অধিকারী হইয়া লোকদিগকে দিল্লী হইতে বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন। তখন সহীহ বুখারী খতম হওয়ার সামান্য বাকী। লোকেরা বিতাড়িত ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমার এবং সৈয়েদ সাহেবের মধ্যেও বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। সামান্য যে কয়পাতা বাকী রহিল তাহা আর তাঁহার নিকট পড়া ঘটিয়া উঠিল না।

আমার এই অভিজ্ঞতায় আমার স্বপ্নের অর্থ পরিষ্কার হইয়া গেল। আমার বাড়ী ছিল পাহাড়ী এলাকায়, উহা ছাদ স্বরূপ—দিল্লী উহার নিম্নস্থ সেহেন বা প্রাঙ্গণ। সৈয়েদ সাহেব মোহাম্মদী নবুয়তের আলোক মালার একটি দীপ্ত চেরাগ। সহীহ বুখারীর পাতা সমূহ পরিষ্কার করার তাৎপর্য হইতেছে উহা পড়া, তকলীফের অর্থ হাঙ্গামার সময়ে অশান্ত পরিবেশে অধ্যয়ন করা। যে কয়েক পৃষ্ঠা সাফ করার বাকী রহিয়া গিয়াছিল, সেই কয় পৃষ্ঠাই পড়ারও বাকী রহিয়া গেল।"

দ্বিতীয় স্বপ্ন ও উহার তাৎপর্য

প্রথম স্বপ্ন দর্শনের অনেক পরে মওলানা আবদুল্লাহ গযনভী আর একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্নের বিবরণ তিনি এই ভাবে দিয়াছেন ঃ

"অমি স্বপ্নে দেখিলাম, হযরত শাইখ সৈয়েদ নযীর হোসেন সাহেবের মুখ হইতে সুমিষ্ট শরবতের ধারা প্রবাহিত হইতেছে আর সেই শরবতের ধারা আমার দুই হস্তের অঞ্জলিতে পতিত হইতেছে। আমি সেই অঞ্জলী ভতি শরবত পান করিতেছি। এই স্বপ্ন দর্শনের পরেও উহার অর্থ ভাবিয়া আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। ইহার কিছুদিন পর আমার পুত্র আবদুল জব্বার হযরত মিঞা সাহেবের নিকট এলমে হাদীস পড়ার উদ্দেশ্যে দিল্লী গমন করে এবং তাঁহার ফায়েয হাসিল করিয়া ধন্য হয়।

আমি তখন স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়া পাইলাম। সুমিষ্ট শরবত হইতেছে এলমে-হাদীস। হযরত মিঞা সাহেবের যবান মুবারকের মাধ্যমে উহার ধারা প্রবহমান, আর আমার পুত্র কর্তৃক তাঁহার মধ্যস্থতায় সেই এলম হাসেল করার অর্থ আমার সেই সুমিষ্ট শরবত পান করা। কারণ আমার পুত্র তো আমারই শরীরের একটি অংশ—ইনশাল্লাহ আমার বাঁচিয়া থাকার মাধ্যম হবে সে।"

—নাতায়েজুত্ তকলীদ ৫৫—৫৮ পৃঃ

উপরোক্ত দুই স্বপ্ন এবং উহার বর্ণিত তাৎপর্য অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব সত্যে পরিণত হয়। মওলানা আবদুল জব্বার গযনভী তাঁহার অগণিত ভক্ত অনুরক্তবৃন্দ কর্তৃক হযরতুল ইমাম নামে অভিহিত হইতেন। পিতার যোগ্যতম পুত্র ছিলেন তিনি। অন্তরের পূর্ণ অনুরাগ এবং বহু শ্রম স্বীকার করিয়া তিনি মওলানা নযীর হুসেনের নিকট হাদীসের বিদ্যা অর্জন এবং উহাতে পারদর্শিতা লাভ করেন। আ'ম তবলীগ, মাদ্রসার দর্স এবং রূহানী দীক্ষাদানের মাধ্যমে কোরআন ও হাদীসের এশাআতে তিনি স্বীয় যিন্দেগীকে ওয়াক্‌ফ করিয়া দেন।

হাদীসের বিদ্যায় মওলানা আবদুল জব্বার গযনবী যে দক্ষতা অর্জন করেন, সম্ভবতঃ মিঞা সাহেবের অপর কোন ছাত্রের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠেনাই। অন্য পরে কা কথা—মিঞা সাহেবের যশস্বী ও বিশিষ্ট ছাত্র আবু দাউদের শরাহ সুবিখ্যাত 'আউনুল মাবুদ' প্রণেতা আল্লামা আবু তৈয়েব শামসুল হক দিয়ানবী সাহেব তাঁহার ভাষ্য লিখার সময় যখনই কোন সন্দেহ-সঙ্কটে পতিত হইতেন তখনই হযরতুল আল্লামা আবদুল জব্বার গযনভীর নিকট উহার সমাধানের জন্য লিখিতেন। এক পত্রে তিনি লিখেন,

"হে ইবনে মদীনী, হাদীসের অর্থ হৃদয়ঙ্গমে আপনার বোধ শক্তির উপর আমার পূর্ণ ভরসা এবং দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যমান।" হযরত ইমামের ইন্তিকালের পর আবুদাউদের ভাষ্যকার তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার প্রসঙ্গে বলেন,

وما حضرت نفسى الا عند عبد الجبار
ابن عبد الله غزنوى ٥

"আমি আবদুল্লাহ গযনবীর পুত্র আবদুল জব্বার গযনভী ছাড়া অপর কাহারও নিকট নিজেকে সমুপস্থিত করিনাই।"

মওলানা আবু ইয়াহয়া ইমাম খান নওশহরী তদীয় গবেষণামূলক গ্রন্থ—"হিন্দুস্তান মে আহলে-হাদীস্ কী এল্‌মী খিদমত" গ্রন্থে বলিতেছেন,

মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেব হাদীস ও তফসীরের বিদ্যায় ছিলেন বেমেসাল। তাঁহার যাহেরী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও বাতেনী জ্ঞানবত্তা এবং তাক্ওয়া ও পরহেযগারী দর্শনে সকলে তাঁহাকে ইমাম খেতাবে সম্বোধন করিতে থাকে —১৮৭ পৃষ্ঠা

তাঁহার বুযুর্গ পিতার পৃষ্ঠ পোষকতায় মওলানা আবদুল জব্বার গযনভী অমৃতসরে মাদ্রাসা গযনভীয়ার প্রতিষ্ঠা করেন। উহাই উত্তর কালে মাদ্রাসা তাক্বিয়াতুল ইসলাম নাম পরিগ্রহ করে এবং এই শেষোক্ত নামেই বর্তমানে লাহোরে শীষ মহল রোডে চালু রহিয়াছে।

মাওলানা আবদুল জব্বার ছিলেন মওলানা দাউদ গযনভীর স্বনাম ধন্য পিতা। মওঃ আবদুল্লাহ গযনভীর ১২ পুত্রের মধ্যে মও আবদুল জব্বার ছিলেন চতুর্থ। তাঁহার বড় তিন ভাই এর নাম মওলানা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (পিতা ও পুত্রের একই নাম) মওলানা মোহামদ ও মওলানা আহমদ। কনিষ্ঠ আট ভ্রাতার নাম মওলানা আবদুল ওয়াহেদ, মওলানা আবদুর রহমান, মওলানা আবদুস্ সাত্তার, মওলানা আবদুল কাইয়ূম, মওলানা আবদুল আযীয, মওলানা আবদুল হাই, মওলানা আবদুল কুদ্দুস এবং মওলানা আবদুর রহীম। পরম আশ্চর্যের বিষয় ইঁহাদের প্রত্যেকেই বিশিষ্ট আলেম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। মওলানা আবদুল্লাহ গযনভীর কন্যার সংখ্যা ছিল ১৫।

পুত্রদের মধ্যে চারিজন ছিলেন অপুত্রক অথবা নিঃসন্তান। ইঁহারা হইতেছেন, মওঃ আবদুর রহমান, মওঃ আবদুস সাত্তার, মওঃ আবদুল হাই এবং মওঃ আবদুল কুদ্দুস।

সর্বজ্যেষ্ঠ মওঃ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ গযনভীর সন্তানদের মধ্যে হাফেজ আবদুল্লাহ পেশোয়ার ইসলামিয়া কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার ছেলে অহমদ গযনভী হায়দারাবাদ (সিন্ধু) এর সেশন জজ পদে অধিষ্ঠিত হন।

দ্বিতীয় পুত্র মওলানা মোহাম্মদ গযনভী ধর্মীয় বিদ্যাবত্তায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তিনি অরবীতে তফসীর জামেউল বায়ানের হাশিয়া حاشيه تفسير جامع البيان লিখেন। ১২৯৩ হিজরীতে অমৃতসরে তিনি ইন্তিকাল ফরমান। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে মওলানা আবদুল আউয়াল গযনভী অনেক পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে :

১। حاشيه رياض الصالحين
হাশীয়া রিয়াযুস্ সালেহীন (উর্দু)

২। نصر البارى ترجمه صحيح البخارى
নাসরুল বারী তর্জমা সহীহুল বুখারী (উর্দু)

৩। ترجمه رياض الصالحين
ইমাম নববীর রিয়াযুস সালেহীনের উর্দু তর্জমা

৪। ترجمه مشكوة المصابيح
মিশকাতুল মাসাবীহের উর্দু তরজমা

মওঃ মুহাম্মদের অন্যতম পুত্র হেমায়েল শরীফ প্রকাশিত করেন। উহা গযনভী হেমায়েল নামে পরিচিত।

তৃতীয় পুত্র মওঃ আহমদের দুই পুত্র হাকীম আবদুস সানী এবং মওঃ আবদুল ওয়ারেস।

চতুর্থ পুত্র মওলানা আবদুল জব্বার গযনভী মওঃ গোলাম রসূলের সঙ্গে একত্রে তদীয় মহান পিতার জীবনী سوانح عمرى عبد الله غزنوى রচনা করেন। তাঁহার পাঁচপুত্র—মওলানা আহমদ আলী, মওলানা দাউদ, হাফেয সুলায়মান, মওঃ আবদুল গাফ্ফার এবং মওঃ আবদুস সাত্তার। মওঃ আবদুল্লাহ গযনভীর ৫ম পুত্র মওলানা আবদুল ওয়াহেদ বিদ্যাবত্তায় এবং তাক্ওয়ায় লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তাঁহার চারি পুত্র—মওলানা ইসমাঈল, মওলানা আবদুল হামীদ, মওঃ ইব্রাহীম ও মওঃ আবদুল ওলী। জ্যেষ্ঠ পুত্র মওঃ ইসমাঈল গযনভী তাঁহার জ্ঞানবত্তা, ব্যক্তিত্ব ও গুণ গরীমার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের আলেম সমাজে—বিশেষ করিয়া জামাতে আহলে হাদীসে গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হন। সংগঠক, বক্তা এবং সমাজ সেবক হিসাবেও তিনি লোকের হৃদয়ে অম্লান ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন।

হাজীদের খেদমতের ব্যাপারেও তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। তদীয় পিতা মওলানা আবদুল

www.ahlehadeethbd.org

আহলে-হাদীস ইতিহাসের উপকরণ ঃ

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

[৩]

মওলানা এলাহী বখশ মোহাম্মদী ও তাঁহার রচিত ৬টি পুঁথি ঃ

[তর্জুমানুল হাদীসের বিগত ৫ম সংখায় পূর্ব পাকিস্তানের আহলে-হাদীস আন্দোলনের একটি বিস্তৃত এবং প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা এবং অশেষ গুরুত্বের প্রতি আলেম সমাজ এবং জামাত-দরদীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিশিষ্ট আহলে হাদীস আলেমগণের জীবনী, যে সব পুঁথি পুস্তক তাঁহাদের কাঁহারো কাঁহারো দ্বারা রচিত হইয়াছে সে সব পুঁথি পুস্তকের কপি অথবা তৎসম্বন্ধে তথ্যাবলী, আহলে-হাদীস জামাতের তরফ হইতে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা প্রভৃতি এই দীন লেখককে কিম্বা দফতরে সরবরাহ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া ছিলাম। আমার উক্ত আবেদনে সাড়া কিছুই পাই নাই বলিলে অন্যায় হইবে। কোন কোন মহল হইতে সাড়া এবং উৎসাহ পাইয়াছি। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে।

বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি আমি পুনরায় আহলে-হাদীস দরদী ও শুভাকাঙ্খী গণের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। আমার নিকট যে সব উপকরণ রহিয়াছে এবং যাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেছি

ওয়াহেদ সাহেবের সঙ্গে ১৯২৬ সালে মু'তামেরে আলমে ইসলামীতে যখন মক্কা মুয়ায্‌মায় তশরীফ নেন তখন তাঁহার কর্মদক্ষতায় সুলতান সউদ হাজী-দের খেদমতে তাঁহাকে নিয়োজিত করেন।

দুই বৎসর পূর্বে তিনি অপরিণত বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার পরিত্যক্ত শূণ্য স্থান এখনও পূর্ণ হয় নাই।

অষ্টম পুত্র মওঃ আবদুল আযীযের পুত্রের নাম আবদুল আ'লা, সর্ব কনিষ্ট পুত্রের নাম মওলানা আবদুর রহীম। ইনি তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মওঃ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের সঙ্গে ব্যবসায় উপলক্ষে যখন নজদের রাজধানী রিয়াযে গমন করেন তখন সুলতান আবদুল আযীয ইব্‌নে সউদের পিতা সুলতান আবদুর রহমান তাঁহাদের দীনী এল্‌মের পরিচয় পাইয়া তাহাদিগকে দর্স ও তদরীসের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান। ফলে উভয় ভ্রাতা ৫ বৎসর তথায় অবস্থান করিয়া শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। সুলতানের খান্দানের বহু ছেলে এবং নজদের অন্যান্য অনেক ছাত্র তাঁহাদের নিকট এল্‌মে-দীন শিক্ষা করেন। রাহেমাহুমুল্লাহু আজমায়ীন।

এল্‌ম ও হেদায়তের নিশান বরদার, তাকওয়ার প্রতীক ও মহান ঐতিহ্যের বাহক এই জ্ঞান বিদগ্ধ পরিবারে মরহুম মওলানা সৈয়েদ দাউদ গযনভী জন্মলাভ ও পরওয়ারেশ প্রাপ্ত হন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী আরাফাতে প্রকাশিত হইয়াছে। বিস্তারিত জীবনী ইনশাআল্লাহ তর্জুমানের আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বরাতী গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা

১। তারীখে আহ্‌লে হাদীস ঃ মওলানা মীর ইব্রাহীম শিয়ালকোটী।

২। নাতায়েজুত্‌ তাকলীদ ঃ মওলানা মোহাম্মদ আশরাফ।

৩। হিন্দুস্থান মে আহলে হাদীস কী এলমী খিদমত ঃ আবু ইয়াহ্‌য়া ইমামখান নওশহরী

৪। সাপ্তাহিক আল ইতিসাম, লাহোর

৫। " তানযীম আহ্‌লে হাদীস, ঐ

www.ahlehadeethbd.org

তাহা ইনশাআল্লাহ ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিতে থাকিব। কিন্তু এই বিরাট কাজ ঢাকায় বসিয়া একক প্রচেষ্টায় আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়। যাঁহাদের তথ্য জানা আছে এবং সংগ্রহ করার সুযোগ রহিয়াছে তাঁহারা মেহেরবাণী করিয়া প্রবন্ধাকারে কিম্বা অন্য যে কোন ভাবে লিখিয়া পাঠাইলে এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ একত্রে জড় হইবে এবং উহা হইতে পরে সুযোগ মত আমরা প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করিতে সক্ষম হইব—আর আমাদের দ্বারা সম্ভব না হইলে আমাদের পরবর্তী কোন উদ্যমশীল লেখক উহার ভিত্তিতে সার্থক ইতিহাস রচনা করিতে পারিবেন। অপর পক্ষে আমাদের অবহেলা ও অমনোযোগিতায় অধুনা প্রাপ্তব্য এবং সহজে সংগ্রহযোগ্য সমুদয় উপকরণ চিরতরে হারাইয়া যাইবে। পরে মাথা কুটিয়া মরিলেও অনেক তথ্য উদ্ধার করা সম্ভবপর হইবে না।—লেখক]

শায়খুল কুল হযরতুল আল্লামা মওলানা সৈয়েদ নযীর হুসেন সাহেবের অন্যতম যশস্বী ছাত্র এবং ফাতেহে-কাদীয়ান ও মুনাযেরে ইসলাম হযরত মওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরীর সহপাঠি মরহুম হযরত মওলানা এলাহী বখ্‌শ মোহাম্মদী পূর্ব পাকিস্তানে আহলে-হাদীস মতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যে জদ ও জিহাদ চালাইয়া গিয়াছেন তাহা পূর্ব পাক আহলে হাদীস আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার যোগ্য।

ময়মনসিংহ, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী এবং আসামের গোয়াল পাড়া জিলার সুবিস্তীর্ণ এলাকার জাহালত ও গোমরাহীর আঁধারে তিনি কোরআন ও সুন্নার দীপ্তমশাল প্রজ্জ্বলিত করিয়া হাজার হাজার লোককে আলোক-দীপ্ত করিয়া তুলেন। ৬।৭ খানা মূল্যবান পুঁথি রচনা ও প্রকাশ করিয়া সাধারণ্যে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের বাণী এবং শরীঅতের শিক্ষাকে ব্যাপক প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেন। স্বীয় জীবনে যাহদ ও তাক্‌ওয়া, পরহেয ও উন্নত চরিত্রের যে নমুনা তিনি পেশ করিয়াগিয়াছেন তাহা আজিকার দিনে শুধু দুর্লভ নয়, অকল্পনীয়ও।

তাঁহার নিষ্কলঙ্ক উদার প্রাণ, মহান ও পাকপূত তবলীগী জীবন হইতে আজিকার দিনে এবং অনাগত ভবিষ্যতের ইসলাম সন্তানদের যেমন আলোক আহরণ করার সুযোগ মিলিবে, তেমনি ইসলামের সংস্কার আন্দোলন তথা আহলে-হাদীস তহরীকের বহু উপকরণ লাভ করাও সম্ভব হইবে।

ময়মনসিংহ জিলার জামালপুর শহরের চারি মাইল দক্ষিণে অবস্থিত সুপ্রাচীন শরীফপুর গ্রামে অনুমান বাংলা ১২৬৮ সালে মওলানা এলাহী বখশ জন্মলাভ করেন।

বাংলা ১৩২৯ সালের চৈত্রমাসে মওলানা মরহুমের অন্যতম পুত্র মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন দেওবন্দীর সহিত এই লেখকের জ্যেষ্ঠা ভগ্নি মরহুমা যোবায়দা খাতুনের বিবাহ হয়। তখন আমার বয়স মাত্র ৭ বৎসর। তখন হইতে ১৩৫০ সালে তাঁহার ইন্তিকাল সময় অর্থাৎ ২০।২১ বৎসর কাল মওলানা মরহুমকে মাঝে মাঝে দেখার, সময়ে সময়ে তাঁহার হৃদয়স্পর্শী ওয়ায শুনার এবং তাঁহার আচরণ ও চাল-চলন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাইয়াছি।

মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে রোগ শয্যায় তাঁহার শিয়রে বসিয়া ৩ দিন পর্যন্ত—প্রতি দিন ২।৩ ঘণ্টা করিয়া তাঁহার অতীত জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী শুনিয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তখন তিনি অত্যন্ত দুর্বল, কথা বলিতে কষ্ট হইত, দুই এক কথা বলিয়া থামিতে হইত, আবার শুরু করিতেন আবার থামিতেন। তখন আফসোস করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

বলিয়াছিলেন, 'তুমি এতদিন পরে এই অন্তিম মুহূর্তে এসেছ—যদি আর কিছু পূর্বে আসতে সব কথা বিস্তারিত ভাবে গুছিয়ে বলতে পারতাম!' কিন্তু যেটুকুই তিনি বলিয়াছিলেন গুছাইয়াই বলিয়াছিলেন। আমার তখন মনে হইয়াছিল ঘটনা গুলি এই মাত্র বুঝি ঘটিল। বর্ণনাগুলি ছিল এমনই জীবন্ত—এমনই স্পষ্ট। কিন্তু হায় সযত্নে রক্ষিত সেই লিখিত তথ্যাবলী ২০ বৎসর পর আজ এই প্রয়োজন মুহূর্তে খুঁজিয়া পাইতেছিনা। তবে অনেক কথাই আমার মানসপটে অক্ষয় সম্পদরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব ডাক্তার আবদুল কাদির এবং জ্যেষ্ঠ জামাতা ও আমার প্রাথমিক জীবনের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ প্রবীণ আলেম মওলানা এনায়েতুল্লাহ সুফী সাহেবের নিকট হইতে অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করিয়াছি। তাঁহার অন্যতম তবলীগী কেন্দ্র হারাগাছে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং আজও আছে। অন্যান্য যে সব এলাকায় তবলীগী সিলসিলায় তিনি যাতায়াত করিতেন সে সব অঞ্চল হইতে এখনও বহু তথ্য লাভ করা সম্ভব। দূর হইতে চেষ্টা করিয়া বিশেষ সফলকাম হই নাই। ওয়াকেফহাল মহল তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য এই অধমকে সরবরাহ করিলে আহলে-হাদীস ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ ছাড়াও তাঁহার একটি জীবনী গ্রন্থ রচনা করা সম্ভবপর হইত।

যাহাহোক যে তথ্য আমার নিকট মওজুদ রহিয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার পুঁথি পর্যালোচনা শুরু করিতেছি

মওলানা এলাহী বখ্‌শ মৎস্যজীবী সমাজে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার একটি সেকালিয়া নাম ছিল কিন্তু মওলানা মরহুম সেই নাম পরিবর্তন করিয়া তাঁহার পিতার ভাল নাম রাখেন খোদাবখ্‌শ তাঁহার সর্ব বৃহৎ পুঁথি দুররায়ে মাহাম্মদীতে তিনি তাঁহার পিতার পরিচয় এইভাবে দিয়াছেন :

এবে শুন সবে ভাই। ২

ওয়ালেদ মাজেদের তারিফ সবাকে শুনাই॥

তিনি কেমন করিয়া। ২

পড়ার খরচ দেন ছওয়াবের লাগিয়া॥

কোমর রাস্তাতে খোদার। ২

মজবুত বান্দিয়া থাকেন হামেশা তৈয়ার॥

কত কষ্ট ভোগ কিয়া। ২

খরচ ভেজিয়া দিলেন আমার লাগিয়া॥

বখ্‌ত বলন্দ আছিল। ২

তে কারণে এমন বাপ আল্লা মিলাইল॥

তিনি বড় দিনদার। ২

হাজী খোদা বখ্‌শ নাম জানিবে তিনার॥

... .

তিনির কি কব বাখান। ২

কুরবান করিয়া যদি দেই মেরা জান॥

যদি চামড়া আমার ২

জুতা বানাইয়া দেই পায়েতে তিনার॥

তবে নাহি হক তিনার। ২

আদায় হইতে পারে জান বেরাদার॥

যদি কেয়ামত লাগাত। ২

গোলামি করিয়া দেই না পাব নাজাত॥

শুন মাবুদ গাফফার। ২

গোনা খাতা মাফ কর মা বাপে আমার॥

মওলানা মরহুমের মাতাকে তাঁহার শেষাবস্থায় আমি দেখিয়াছি। তিনিও অত্যন্ত দীনদার ছিলেন। ফরয নামায ছাড়াও তাঁহাকে বিভিন্ন সময়ে নফল নামাযাদি পড়িতে দেখিয়াছি। তাঁহার কপালে কৃষ্ণদাগ খুব স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

মহামতি ইমাম নাসাঈ (রহঃ)

মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ খান রহমানী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইমাম নাসাঈ স্বীয় দাবী প্রতিপাদনে পরম দক্ষতা ও বাক্‌কুশলতাগুণে অকাট্য প্রমাণাদি এমনি ভাবে অনর্গল পেশ করিয়া যাইতে লাগিলেন যে, আলেম মহোদয় একেবারে অপ্রস্তুত ও নিরুত্তর হইয়া পড়িলেন। তিনি কোন উপায়ন্তর উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া অবশেষে নমিত হৃদয়ে বলিলেন, "ইবনো শোআইব (ইমাম নাসাঈ), বাস্ যথেষ্ট হইয়াছে। আমি অদ্য হইতে হাদীস ও কোরআনের প্রামাণিকতা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিলাম। অতঃপর আমি কদাচ 'হাদীস' এর প্রামাণিকতা অস্বীকার করিব না এবং উহা কস্মিন কালেও বর্জন করিব না; বরং নতশিরে সাদরে গ্রহণ করিব।"

অতঃপর ইমাম নাসাঈ ভাব গম্ভীর স্বরে বলিলেন ঃ "মহোদয়! মানুষ বিদ্যার্জনের দ্বারা আলেম বা বিদ্বান নামেই অভিহিত হয় বটে; কিন্তু বিদ্যা যতক্ষণ না কর্মরূপ পরিগ্রহ করিবে, ততক্ষণ উহা আদৌ কল্যাণকর ও ফলপ্রদ হইবে না। এই হেতুই আমল বিহীন বিদ্বান গ্রন্থবাহী গর্দভের সহিত কুরআনে উপমিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা অবশ্যস্বীকার্য যে, আপনি যত বড় বিদ্বান বা মহাপণ্ডিত, যত বড় মুহাক্কিক ফকীহ, মুজতাহিদ বা শাস্ত্রবিদ উপদেষ্টা হউন না কেন, যতক্ষণ না পবিত্র 'হাদীস'কে আপনি সাদরে গ্রহণ ও কার্যে রূপায়িত করিবেন ততক্ষণ কামেল বা বা পূর্ণ মু'মেন হইতে পারিবেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীসকে কার্যে রূপায়িত না করা পর্যন্ত কোন মুসলিম সন্তান মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।"

মহামতি ইমাম নাসাঈ অতুল কৃতিত্বের সহিত ইলমে হাদীস শিক্ষা সমাপন এবং হাদীস সংগ্রহ কার্যে কামিয়াবী লাভের পর মিসরে বসবাস ইখতিয়ার করেন। অতঃপর লেখনীর সাহায্যে ইল্‌মে হাদীসের খিদমতের অভিলাষে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি পুস্তক প্রণয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। উস্তাযগণের নিকট হইতে সংগৃহীত অজস্র হাদীসের সমুদ্র মন্থন পূর্বক অনবদ্য হাদীস চয়ন ও সুবিন্যাস করতঃ তিনি এক বিরাট গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁহার এই সংকলিত গ্রন্থের নামকরণ করিলেন 'সুনন-ই-কুবরা'। গ্রন্থখানা মিসরের প্রখ্যাত নামা বিদ্বানগণের হস্তে প্রদত্ত হইলে, পাঠান্তে তাহারা ইহাকে "সাতিশয় মূল্যবান গ্রন্থ' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। মিসরের তদানীন্তন শাসনকর্তাও উহা পাঠান্তে অত্যন্ত প্রীত হন। একদা ইমাম সাহেবের সহিত শাসনকর্তা মহোদয়ের সাক্ষাৎ লাভ ঘটিল। তিনি ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ মহাত্মন! আপনি অত্র গ্রন্থে কি কেবলমাত্র 'সহীহ' (বিশুদ্ধতম) হাদীসই উধৃত করিয়াছেন অথবা বিভিন্ন প্রকারের হাদীসও সন্নিবেশিত করিয়াছেন? ইমাম সাহেব বলিলেন ঃ 'সহীহ' এবং 'হাসান' (উত্তম) দ্বিবিধ প্রকারের হাদীস ইহাতে উধৃত হইয়াছে। মিসরের গবর্ণর বলিলেন ঃ আমি এমন একখানা অনবদ্য সুন্দর গ্রন্থ আপনার নিকট কামনা করি, যাহা হইবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিলকুল সন্দেহাতীত ও সর্ববাদীসম্মতভাবে বিশুদ্ধ হাদীস রাজি অবলম্বনে সঙ্কলিত। আপনি এবম্বিধ গুণাবলী বিশিষ্ট হাদীসমালা চয়ন পূর্বক একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করুন, ইহাই আমার ঐকান্তিক অনুরোধ। ইহাতে ইমাম সাহেব উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া বিশুদ্ধ হাদীসমালা চয়নে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার অল্পকালের প্রচেষ্টা অমৃতফল প্রসব করিল। স্বসংকলিত 'সুনন-ই-কুবরা' হইতে সহীহ হাদীস চয়ণ পূর্বক তিনি 'সুনন-ই-সুগরা' নামক স্বতন্ত্র এক গ্রন্থ সংকলন করিলেন। ইহার অপর নাম হইতেছে 'আল মুজতবা'। অত্র 'আল মুজতবা'ই উত্তর কালে হাদীস-গ্রন্থমালার 'সিহাহ সিত্তা' বা 'ষড়বিশুদ্ধ' হাদীস গ্রন্থরাজির অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'সুনন-ই-নাসাঈ' বা'জামে' নাসাই' নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। অত্র 'সুনন-ই-নাসাঈ' সর্বদলীয় বিদ্বানগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইল। নিখিল মুসলিম জাহানের অখিল আলেম সমাজ ইহা অতি উচ্চাংগের গ্রন্থ বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আল্লামা হাসান ইবন সঈদ বলেনঃ 'সুনন-ই-নাসাঈ' 'রাবী' বা বর্ণনাকারী গ্রণের সূত্র-পরম্পরার বিশুদ্ধতায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ। ইহার প্রত্যেকটী হাদীস সহীহ এবং অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বনে সঙ্কলিত হইয়াছে। আবু নঈম দামেশকী বলেনঃ জামে নাসাঈ অতীব বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ; ইহার বিশুদ্ধতায় আদৌ কোন দ্বিমত নাই।

ইমাম নাসাঈ 'মানাকিব-ই-মুরতযা' নামক একটী স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাতে চতুর্থ খলীফা হযরত আলী মুরতযার (রাযিঃ) মাহাত্ম-মর্যাদা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম নাসাঈ অত্র পুস্তকে অকাতরে হযরত আলী মুরতযা'র (রাযিঃ) ফযীলত বা গুণকীর্তন করিয়াছেন। এই হেতু কতিপয় সংকীর্ণমনা ও অদূরদর্শী ব্যক্তি তাঁহার উপর 'শিয়া বাদের দোষ আরোপিত করিয়াছেন। নবী করীমের (সঃ) তিরোধানের পর 'খিলাফতের একচ্ছত্র উত্তরাধিকারী হযরত আলী এবং তিনি সাহাবাকুল শ্রেষ্টও বটেন' এই মতবাদ কুল-মুস্লিম সমাজের মধ্য হইতে যে সম্প্রদায় পোষণ করে, তাহারা 'শিয়া' বা আলী পন্থী নামে অভিহিত। কিন্তু মহামতি ইমাম নাসাঈর মত নেতৃস্থানীয় মুহাদ্দিস এইরূপ মত পোষণ করিতে পারেন তাহা অকল্পনীয়; প্রকৃত প্রস্তাবে ইমাম নাসাঈ কর্তৃক হযরত আলী মুরতযার (রাযিঃ) মহিমা-মর্যাদা বর্ণনা করার সংগে খিলাফতের কোনই সম্পর্ক ছিলনা। পূর্ববর্তী খলীফাত্রয় (হযরত আবুবকর, উমর ও উসমান রাযিঃ) যে সমুদয় গুণরাজির দ্বারা বিভূষিত ছিলেন, চতুর্থ খলীফা হযরত আলী মুরতযাও (রাযিঃ) তদ্রূপ গুণে গুণান্বিত ছিলেনঃ কেবল ইহা প্রতিপন্ন করাই ছিল তাঁহার মূললক্ষ্য। কিন্তু হযরত মুরতযা (রাযিঃ) 'সাহাবাকুল শ্রেষ্ট ছিলেন অথবা তিনিই খিলাফতের একক উত্তরাধিকারী ছিলেন' এরূপ বর্ণনা করা ইমাম সাহেবের আদৌ অভিপ্রেত ছিল না আর তাহা তিনি করেনও নাই। এই প্রসঙ্গে 'তাযকিরাতুল মুহাদ্দেছীন' প্রণেতা কর্তৃক উধৃত ইমাম ইয়াফেয়ীর উক্তি এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেনঃ মহামতি ইমাম নাসাঈ কর্তৃক আলী মুরতযার ফযীলত সম্বলিত পুস্তক বিরচিত হইলে তাঁহাকে বলা হইল, মহাত্মন! আপনি অন্যান্য সাহাবা-ই-কিরামের ফযীলত সম্পর্কে আরেকটী স্বতন্ত্র সন্দর্ভ রচনা করুন। তিনি বলিলেনঃ অত্র পুস্তকের বিবরণে আলী মুরতযাকে সাহাবাকুলের উর্ধে আসন দান করা আমার আদৌ উদ্দেশ্য নহে, আমর মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে দামেশক, সিরিয়া এবং অন্যান্য দেশের বহুলোক হযরত আলী মুরতযা (রাযিঃ) সম্বন্ধে অন্তরে অন্যায় হিংসা ও অবজ্ঞা পোষণ করে, অত্র পুস্তকে যথার্থ তথ্যের আলোকপাতে

www.ahlehadeethbd.org

প্রকৃত সত্যকে তাহাদের নয়ন পথে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। নবী মুস্তফার (সঃ) প্রিয় জামাতা আলী মুরতযা (রাযিঃ) সম্পর্কে জন মনে যে ঈর্ষা নফরত ও অবজ্ঞার কলুষ কালিমা ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, উহার নিরাকরণই হইতেছে আমার একমাত্র লক্ষ্য।

আবু ইসহাক ইস্পাহানী প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে ইমাম নাসাঈ হিজরী ৩০২ অব্দে একদা দামেশকের জামে' মসজিদে গিয়া উপনীত হইলেন এবং বিপুল জনতার সম্মুখে সুচিন্তিত ভাষণ দিতে শুরু করিলেন। তিনি তাঁহার ভাষণ দান প্রসঙ্গে উপরোক্ত পুস্তকের কিয়দংশ আবৃত্তি করিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক প্রশ্নকারী ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাত্মন! আপনি আমীরুল মুমেনীন হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) এর গুণাবলী সম্বলিত স্বতন্ত্র কোন সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন কি? তিনি উত্তরে বলিলেন: "হযরত মুআবিয়া'র জন্য পরম মনাকিব—গৌরব এই যে, তিনি মুক্তির মহত্ব (?) লাভ করিয়াছেন। ইহার চেয়ে তাঁহার অধিকতর উল্লেখ যোগ্য গুণাবলী আর কোথায়? বরং আমি এর চেয়ে অধিক ফযীলত সম্পর্কে ওয়াকিফ নহি।" এতদশ্রবণে বিরুদ্ধ পক্ষ খারেজীর দল ক্রোধে অগ্নি শর্মা হইয়া উঠিল এবং চতুর্দিক হইতে 'শিয়া পন্থী, শিয়া পন্থী' বলিয়া তিরস্কার ধ্বনিতে পরিবেশ কোলাহল মুখরিত করিয়া তুলিল। তৎসংগেই দুর্বৃত্তেরা ইমাম সাহেবের উপর নির্মম ভাবে আক্রমণ করিয়া বসিল। ইহাতে তিনি বক্ষে মতান্তরে ডিম্বকোষে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া লবেজান হইয়া পড়িলেন। নিষ্ঠুর অত্যাচার চরম আকার ধারণ করিল। এইরূপ নির্যাতন করিতে করিতে নর পিশাচেরা তাঁহাকে মসজিদ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিল। তাঁহার শিষ্য শাগরেদগণ তথা হইতে তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া তাঁহাদের গৃহে লইয়া গেলেন। ইমাম সাহেব এই জীবন সন্ধ্যায় শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন: তোমরা অবিলম্বে এই মুহূর্তে আমাকে পবিত্র মক্কাধামে লইয়া চল। মক্কার পথে আমার মৃত্যু হইলে, তথাকার মৃত্তিকা আমার মুক্তির জন্য রব্বুল আলামীনের নিকট করিবে সুপারিশ। শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে লইয়া যাত্রা করিলেন মক্কা অভিমুখে। ইমাম সাহেবের মনস্কামনা পূর্ণ হইল, ৩০৩ হিজরাব্দে, ১৩ই সফর অথবা ১৩ই শা'বান তারিখে পবিত্র মক্কা নগরীতে তাহার প্রাণ পাখী দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া ফিরদাউস বিহিশতের গুলবাগিচায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। সাফা মারোয়া পাহাড় দ্বয়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় তাঁহার মৃত দেহ সুরক্ষিত হইল। মতান্তরে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিস্তিনের অন্তর্গত 'রমলা' স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তদস্থানেই তাঁহার সমাধি রচিত হয়।

মহামতি ইমাম নাসাঈ ছিলেন সুমহান আদর্শে গরীয়ানও চরিত্র মাধুর্যে মহিয়ান! তিনি ছিলেন আদর্শবাদী, সত্যাগ্রহী, অকুতোভয় বীর মুজাহিদ। প্রকৃত সত্যের জয় ঘোষণায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক, ধর্মের গৌরব অক্ষুন্ন রাখাই ছিল তাঁহার পবিত্র ব্রত। এই ব্রত পালনের সৎসাহসে উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি শাহাদতের অমৃত সুধাপানে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ধর্মপরায়ণতা ও আদর্শ চরিত্রের তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। আজীবন এক দিন পর পর রোযা ব্রত পালন করিয়া আত্মসংযমের উত্তম আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

এই স্বনামধন্য মহা মনীষীর নিকট হইতে জ্ঞানামৃত পান করিয়া বহু বিদ্যার্থী সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ইমাম আবুজা'ফর তাহাবী, ইমাম আবুল কাসেম তিবরাণী, আবুল

www.ahlehadeethbd.org

বশার দূলাবী এবং আবুবকর সুন্নী প্রমুখ বিদ্বান-গণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম নাসাঈ সারা জীবন ইসলামের সেবা-তেই ছিলেন মশগুল। তাঁহার সংকলিত 'সুননই নাসাঈ' খিদমতে-দ্বীনের এক অমর অবদান। তিনি কিতাব ও সুন্নাহ'র ইল্‌ম বিতরণে বিপুল শিষ্য-সাগরেদ পয়দা করিয়া গৌরবের তমগা লাভ করতঃ অন্যায় নির্যাতনের মাঝে সহাস্যে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন আর সেই মরণে সমস্ত জগতকে কাঁদাইয়াছেন। এখানে কবির কল্পনা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে :—

"এমন জীবন আমি করিব গঠন,
মরণে হাসিব আমি, কাঁদিবে ভুবন।"

মুসলিম

—সুজাউল কোরবান

মুসলিম আমি—ভুলে গেছি মম পরিচয়,
ধরার মঞ্চে খেলিতে জীবনের যত অভিনয়।

ভুলেছি জীবন—সত্য আল্লাহ—কোরআন—রসূল
আমার আত্মারে আমি স্বহস্তে করেছি নির্মূল।
চলেছি যে পথে চলে ভ্রান্ত—অভিশপ্ত দল,
মেকি সওদায় বরি জীবনের গ্লানি—অপচয়॥

মহান সত্যের ভাস্বর আলো আমি নিবিয়াছি জাবনে,
শত বিজলীর নীওন বাতি আমি জ্বালিয়াছি দোকানে।
জড় জীবনের বেসাতি চলে ভোগ-সম্ভোগ-পণ্যে,
বিশ্বে শান্তি মায়া—মরীচিকা, জীবন ছলনাময়॥

আমার জীবন-স্রষ্টা আল্লারে আমি করিনি' স্বীকার,
ধরার জারজ সন্তান হেন মানিনি' ধর্ম-নীতি-আচার।
কিম্ভূত কিমাকার জড় জীব: গড়ি জাতির ব্যাধি ও বিকার,
ইসলাম শান্তির ধর্ম: ভুলিয়াছি জীবনের মহা-প্রত্যয়॥

আল্লার আলো কোরআন আনে শান্তির পয়গাম,
মহামানবতার ধর্ম ওই ঐশী শাশ্বত ইসলাম।
সত্যের সৈনিক মুসলিম আমি গাহি আল্লার জয়গান,
ভুলি' আজ পদে পদে জীবনের হেরি পরাজয়॥

---

www.ahlehadeethbd.org

সেণ্ট বার্ণাবাস ও তাঁহার ইঞ্জিল

—আবদুন্ নইম চৌধুরী

সেণ্ট বার্ণাবাস হজরত ঈসার (আ) শিষ্য ছিলেন। কিন্তু হজরত ঈসার (আঃ) নিয়োজিত নয়জন "প্রেরিতদের" মধ্যে তাঁহার নাম না থাকায় তাঁহাকে পিটারের শিষ্য বলিয়াই গণ্য করা হয়। বার্ণাবাস ছিলেন সাইপ্রাস দ্বীপের অধিবাসী। তিনি কোন্ সময়ে কিরূপে ফেলিস্তিনে আগমন করেন এবং বসবাস স্থাপন করেন সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। বার্ণাবাসের নাম ছিল ইউসুফ। হযরত ঈসার (আ) শিষ্যগণ তাঁহার নাম করেন "বার্ণাবাস" অর্থাৎ প্রবোধের সন্তান। দামেস্ক শহরে অবস্থান কালে পল্ খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহুদীগণের নির্যাতনের ভয়ে অচিরে তিনি যেরুযালেম শহরে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হন। ইতিপূর্ব পল খৃষ্টানদের প্রতি কঠোর নির্যাতন করিয়াছিলেন। সেকারণে যেরুযালেমের খৃষ্টানগণ তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করেন। বার্ণাবাস পলের ধর্মান্তর সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়ায় খৃষ্টানগণের সন্দেহ বিদূরিত হয় এবং পল হজরত ঈসার (আ) শিষ্যদের মধ্যে স্থান লাভ করেন। বার্ণাবাসের সাহায্যের ফলেই পল যেরুযালেমে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এন্টিওক শহরের গ্রীক অধিবাসীগণ হজরত ঈসার (আঃ) প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছে সংবাদ পাইয়া যেরুযালেমের খৃষ্টান সমাজ বার্ণাবাসকে তথায় প্রেরণ করেন। বার্ণাবাস এন্টিওক শহরে খৃষ্টধর্মের প্রসার দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। বার্ণাবাস নবদীক্ষিত খৃষ্টানগণকে বহু উপদেশ প্রদান করেন এবং বলেন—"অন্তরের দ্বারা খোদার সহিত ঘনিষ্টতা অর্জন কর।" "বার্ণাবাস সৎ এবং রুহুলকুদুস্ ও ইমানের আলোকে আলোকিত ছিলেন। এন্টিওকে বহু নব দীক্ষিত খৃষ্টান তাহার সহিত সাক্ষাত করে। বার্ণাবাস পলের তল্লাশে এন্টিওক হইতে টারসাস (আকাবা) শহরে গমন করেন। তথা হইতে পলকে সঙ্গে করিয়া তিনি এন্টিওক শহরে আগমন করেন। বার্ণাবাস আনুমানিক এক বৎসরকাল এন্টিওক শহরে অবস্থান করিয়া ধর্মপ্রচার করেন। এন্টিওক শহরের নবদীক্ষিত খৃষ্টানগণ বার্ণাবাসের মারফতে যিহুদার খৃষ্টানগণকে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পলকে সঙ্গে লইয়া বার্ণাবাস এন্টিওক হইতে যেরুযালেম শহরে গমন করেন। তথা হইতে বার্ণাবাস পল ও মার্কসকে সঙ্গে লইয়া যিহুদায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর পুনরায় এন্টিওক শহরে গমন করেন। এন্টিওক শহরে তখন আরও কয়েকজন ধর্ম প্রচারক অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা রুহুল কুদুসের আদেশে বার্ণাবাসকে সাইপ্রাস দ্বীপে প্রেরণ করেন। বার্ণাবাস পল এবং মার্কসকে সঙ্গে লইয়া জাহাজ যোগে সাইপ্রাস দ্বীপে আগমন করেন। তথায় বার্ণাবাস ও তাঁহার সঙ্গীগণ ইহুদীদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করেন। ইহুদীগণ ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিলে বার্ণাবাস তাঁহার সঙ্গীগণসহ ইকুনিয়াম শহরে গমন করিতে বাধ্য হন। বার্ণাবাস তাঁহার সঙ্গীগণসহ বহুদিন পর্যন্ত তথায় ধর্মপ্রচার কার্যে রত থাকেন। অতঃপর তথাকার ইহুদীগণ দলবদ্ধ হইয়া বার্ণাবাস ও তাঁহার সঙ্গীগণকে আক্রমণ করিলে তাঁহারা প্রাণ রক্ষার্থে লুসতরা শহরে পলায়ন করেন। লুসতরা শহরে বার্ণাবাস ও তাঁহার সঙ্গীগণ ধর্ম প্রচার কার্য চালাইতে থাকেন। লুসতরার অধিবাসীগণ বার্ণাবাসকে "জিউস" উপাধি প্রদান করে। কিন্তু শীঘ্রই ইহুদীগণের নির্যাতনের ভয়ে বার্ণাবাস তাঁহার সঙ্গীগণকে লইয়া ডারবে শহরে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। কতক দিন ডারবে শহরে অবস্থান করিয়া বার্ণাবাস সঙ্গীগণ সহ এন্টিওক শহরে প্রত্যাবর্তন করেন।

তৎকালে এন্টিওক শহরে খাত্না প্রশ্ন জটিল আকার ধারণ করায় বার্ণাবাস তাঁহার সঙ্গীগণ সহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উক্ত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য যেরুযালেম শহরে প্রেরিত হন। পুনরায় বার্ণাবাস পূর্ব প্রচারিত পিটারের পত্র লইয়া এন্টিওক শহরে গমন করেন। অতঃপর পলের পরামর্শে বার্ণাবাস পূর্ব প্রচারিত শহরগুলিতে ভ্রমণ করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু মার্কসকে সঙ্গে লওয়ার প্রশ্ন লইয়া পলের সহিত মতবিরোধ হওয়ায় বার্ণাবাস পল হইতে পৃথক হইয়া পড়েন, এবং মার্কসকে সঙ্গে লইয়া সাইপ্রাস দ্বীপে গমন করেন। (নিউটেষ্টামেণ্ট, প্রেরিতদের আমল দ্রষ্টব্য)।

সাইপ্রাস দ্বীপে কতকদিন বাস করিবার পর বার্ণাবাস মার্কসকে সঙ্গে লইয়া ইটালি দেশের অন্তর্গত মিলন শহরে গমন করেন। তথায় তিনি চার্চ স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি সাইপ্রাস দ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকা কালে ধর্মীয় কারণে নিহত হন। প্রতি বৎসর ১১ই জুন তারিখে খৃষ্টান জগতে বার্ণাবাস দিবস পালন করা হয়। (Encyclopeadia Britanica.)

ইসলামের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতে সেণ্ট বার্ণাবাসের নামে একখানা ইঞ্জিল প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। প্রাচ্য দেশগুলিতে বার্ণাবাসের ইঞ্জিলের কোন কপি পাওয়া যায় না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলির কোন কোন স্থানে এবং মিশর দেশে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বিভিন্ন ভাষায় এই ইঞ্জিলের তর্জ্জমার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যাইত। কোন কোন খৃষ্টান পণ্ডিতের ধারণা এই যে, উক্ত ইঞ্জিল ১৫শ কিংবা ১৬শ শতাব্দীতে কোন ধর্মত্যাগী খৃষ্টান কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ধারণার পশ্চাতে কোন দলিল পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই ইঞ্জিলে বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদ (আঃ) এর নাম উল্লেখ থাকার দরুণ তাঁহাদের এরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। (পাদ্রী যেভিন জোন্‌স্‌ প্রণীত "মসীহী দীনকা বয়ান" নামক পুস্তকের ১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে বিখ্যাত ইংরাজ পণ্ডিত সেলে সাহেব কোরান শরীফের ভাষ্য লিখিতে গিয়া বার্ণাবাসের ইঞ্জিলের সন্ধান করেন। সেল সাহেব তালাশ-অনুসন্ধানে হেমশায়ারে অবস্থিত হিড্‌লির রেকটর রেভারেণ্ড ডক্টর হোমের নিকট স্পেনীয় ভাষার লিখিত উক্ত ইঞ্জিলের এক খানা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেল সাহেব লিখিত "কোরান করীমের ভাষ্য" নামক পুস্তকের ভূমিকায় (১০ম পৃষ্ঠা) তিনি বলেন,—"এই ইঞ্জিল দেখিতে মাঝারী আকৃতির, স্পষ্টাক্ষরে স্পেনীয় ভাষায় লিখিত। শেষ দিকে পাতাগুলি কতকটা জীর্ণ। এই পুস্তকে নাতিদীর্ঘ ২২২টী অধ্যায় এবং ৪২০টী পাতা রহিয়াছে। ইহার প্রথম পাতায় লেখা আছে যে মোস্তফা ডি, আরাণ্ডা নামক জনৈক আরাগোনিয়ান মুসলমান লেটীন ভাষা হইতে ইহা স্পেনীয় ভাষায় তর্জ্জমা করেন।" সেল সাহেব আরও বলেন যে, "এম ডি, লা, মনি তাঁহার পুস্তকে এই ইঞ্জিলের ইটালী ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে যে উধৃতাংশ দিয়াছেন স্পেনীয় ভাষায় অনুদিত এই ইঞ্জিলের সহিত তাহার অক্ষরে অক্ষরে মিল রহিয়াছে।"

সেল সাহেব তাঁহার ভূমিকায় আরও বলেন যে, —"এই ইঞ্জিলের স্পেনীয় ভাষার তর্জমার প্রথমভাগে একটি উপক্রমণিকা রহিয়াছে। উহাতে উক্ত ইঞ্জিলের পাণ্ডুলিপির আবিষ্কারক জনৈক খৃষ্টান সন্ন্যাসী, ফেরামারিনো বলিতেছেন যে, ঘটনাক্রমে তিনি একদা ইরেনিয়াসের একটী পুস্তক পাঠ করার সুযোগ পান। ঐ পুস্তকে সেণ্ট পলের সমালোচনা করা হয় এবং সেণ্ট বার্ণাবাসের ইঞ্জিলের কথা উল্লেখ করা হয়। ফেরামারিনো তখন হইতেই বার্ণাবাসের ইঞ্জিলের সন্ধান করিতে থাকেন। খোদার অনুগ্রহে তিনি তদানীন্তন পোপ পঞ্চম সিক্‌স্‌টাসের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হন। একদিন ফেরামারিনো পোপের সহিত তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া আলাপ করিতে ছিলেন; এমন সময় পোপ কতক্ষণের জন্য তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। ফেরামারিনো সময় অতিবাহিত করিবার জন্য পোপের পাঠাগার হইতে একটি পুস্তক তুলিয়া লইলেন। যে পুস্তকটা মারিনো লইয়াছিলেন তাহা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যে ইঞ্জিলের সন্ধানে তিনি ব্যাপৃত রহিয়াছেন তাহাই সেই পুস্তক অর্থাৎ বার্ণাবাসের ইঞ্জিল।"

www.ahlehadeethbd.org

"এইরূপে দৈবাৎ বার্ণাবাসের ইঞ্জিল প্রাপ্ত হইয়া ফেরামারিনো অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি তৎক্ষণাৎ পুস্তকটী তাঁহার জামার অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখেন। পোপ জাগ্রত হইবার পর তিনি তাঁহার নিকট হইতে শীঘ্রই বিদায় লইলেন এবং পুস্তকটী যথাভাবে লুকাইয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন। বার্ণাবাসের ঐ ইঞ্জিলটা পাঠ করিয়া তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।"

হজরত ঈসার (আঃ) জন্ম হইতে তাঁহার আকাশে উত্তোলন পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা বার্ণাবাসের ইঞ্জিলে কোরানের অনুরূপ বর্ণিত আছে। বার্ণাবাসের ইঞ্জিল হযরত ঈসার (আঃ) ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া কিংবা তাঁহার মৃত্যু হওয়ার কোন কথাই সমর্থন করে না। হযরত ঈসার (আঃ) চেহারার অনুরূপ তদীয় শিষ্য যিহুদাকে ইহুদীগণ ক্রুশে বিদ্ধ করে বলিয়া বার্ণাবাসের ইঞ্জিলে বর্ণিত আছে। হযরত ঈসা (আঃ) একজন মানুষ এবং আল্লাহ-তালার প্রেরিত রসুল বলিয়া বার্ণাবাসের ইঞ্জিলে উল্লেখ করা হয়। এই ইঞ্জিল আরও উল্লেখ করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) কে সশরীরে আসমানে উত্তোলন করিয়া লওয়া হয়।

খৃষ্টান পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা এই ইঞ্জিলকে বাতিল মনে করেন তাঁহাদের দলীলের পূর্ণ বিবরণ কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না। প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের মতাবলম্বীগণ বলেন যে, বার্ণাবাসের ইঞ্জিল হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তিনটী মৌলিক বিষয় অর্থাৎ তিনি স্বয়ং খোদা, খোদারপুত্র এবং ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন এসব কথা সমর্থন করেনা বরং বিরোধিতা করে; সুতরাং এই ইঞ্জিল সত্য হইতে পারেনা।

বার্ণাবাসের ইঞ্জিল হজরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কোরানের বিবরণ সমর্থন করে বলিয়াই তাহা মিথ্যা, বাতেল এবং মধ্যযুগের তৈরী বলিয়া ধারণা করিবার কোনই যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কোরানের বর্ণনা সম্পূর্ণ একক বর্ণনা হইলে ঐরূপ ধারণা করিবার একটা অবকাশ ছিল। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কোরআনের অনুরূপ বর্ণনা ইসলামের পূর্বকালে খোদ খৃষ্টান জগতে প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পাদ্রী বেভিন জোন্‌স্ তাঁহার "মসিহী দীন কা বয়ান" নামক পুস্তকের ১৪৮ পৃষ্ঠায় বিখ্যাত খৃষ্টান পণ্ডিত H. R. Makintosh সাহেবের দলীল উল্লেখ করিয়া বলেন.—"তৃতীয় শতাব্দীতে 'মানি' এবং তৎপূর্বে খৃষ্টানদের একটী বেদাতী ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা 'বাসি-লিডাস্' এই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, জনৈক শামা-উল-কুরীনী বন্ধভূমি পর্যন্ত যিশুর ক্রুশ বহন করিয়া লইয়া যায় এবং সামাউলকেই ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়।"

১৮৫৬ সালে কলিকাতা মির্জাপুর হইতে প্রকাশিত History of the Roman Church নামক পুস্তকের ২য় ভাগের ৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, ইবুনি ফেরকার অন্তর্গত খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করিত যে, যিশু মানুষ ছিলেন। ইবুনি সমপ্রদায় প্রথম শতাব্দীতে যোহনের সময় বর্তমান ছিল (পাদ্রী নওরতন সাহেবের মেফতাহুল কেতাব গ্রন্থের ২২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অতএব একথা সুনিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল যে হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কোরান যে বর্ণনা দিয়াছে ইসলামের বহু পূর্ব হইতেই খৃষ্টান জগতে তাহা প্রচলিত ছিল। সুতরাং বার্ণাবাসের ইঞ্জিল আদি খৃষ্টান জগতে প্রচলিত বিশ্বাসের বিশ্বস্ত বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। বলা যাইতে পারে যে, বার্ণাবাসের ইঞ্জিল অধুনালুপ্ত কতিপয় আদি ইঞ্জিলগুলির মধ্যে একটী।

বার্ণাবাসের ইঞ্জিল সম্বন্ধে পাদ্রী বেভিন জোন্‌স সাহেব তাঁহার "মসিহী দিন কা বয়ান" নামক পুস্তকের ১৪৫ পৃষ্ঠায় বলেন, "মুসলমানগণ ভ্রান্তি বশতঃ বার্ণাবাসের পত্রের সহি তাঁহার ইঞ্জিলকে মিশ্রিত করিয়া দেন।" কিন্তু বার্ণাবাসের উল্লিখিত পত্রটিও প্রচলিত বাইবেলের মতাবলম্বীগণ ঐ একই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য করেন অথচ উক্ত পত্রটি সর্ব-সম্মতিক্রমে প্রথম খৃষ্টীয় শতাব্দীর লেখা। বিশেষতঃ বার্ণাবাসের উল্লিখিত পত্র এবং তাঁহার ইঞ্জিলের

www.ahlehadeethbd.org

মধ্যে কোনই পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। বার্ণাবাসের উল্লেখিত পত্র সম্বন্ধে ১৯৬২ সালে লণ্ডনে মুদ্রিত হেইলি সাহেবের "বাইবেল হ্যাণ্ড বুক" নামক পুস্তকের ৮৫৭ পৃষ্ঠায় লেখক বলেন,—৯০ হইতে ১২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে বার্ণাবাসের পত্রটী লিখিত হয়। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন ইহাই বার্ণাবাসের নিউ-টেষ্টামেণ্ট (ইঞ্জিল) কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত ইহাতে সন্দেহ পোষণ করেন। বার্ণাবাসের উল্লেখিত পত্রটি একটি সাধারণ পত্র উহা সমস্ত খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রটি বাইবেলের বিষয়বস্তুর একটা মোটামুটি বিবরণ। ইহা বাইবেলের সিনাইটিক পাণ্ডুলিপির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই পত্রটী উক্ত সিনাইটিক বাইবেল পাণ্ডুলিপির শেষভাগে দেওয়া আছে। উক্ত বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখিত পত্রের উচ্চ মর্যাদা সহজেই অনুমেয়। হেইলী সাহেবের উক্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বার্ণাবাসের উল্লেখিত পত্র এবং তাঁহার নামীয় ইঞ্জিলের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যদি পার্থক্যই থাকিত তবে কোন কোন পণ্ডিত তাহা বার্ণাবাসের ইঞ্জিল মনে করিতেন না। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা মনে হয়, সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে কেহ কেহ বার্ণাবাসের উল্লেখিত পত্রটি বার্ণাবাসের ইঞ্জিল নামেও ব্যবহার করিয়া থাকিবেন, এবং সেই কারণেই একই বিষয়ে বার্ণাবাসের নামে একটী পত্র ও একটী ইঞ্জিলের পৃথক অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয়ই এক এবং অভিন্ন।

পাদ্রী বেভিন জোন্স্ সাহেব তাঁহার উল্লেখিত পুস্তকে বলেন যে, বার্ণাবাসের ইঞ্জিল ১৫শ কিংবা ১৬শ শতাব্দীর লেখা। পাদ্রী বেভিন সাহেব বার্ণাবাসের ইঞ্জিল সম্বন্ধে সেল সাহেবের বর্ণনার উল্লেখ করেন। কিন্তু সেল সাহেব তাঁহার পুস্তকের কোথাও এমন কথা বলেন নাই। সেল সাহেব তাঁহার "প্রিলিমিনারী ডিস্ কোর্স।" ১২৪ পৃষ্ঠায় বলেন, —"অ ক্রিকায় মরিসাস দ্বীপে এই ইঞ্জিলের স্পেনীয় ভাষায় অনুদিত কপি পাওয়া যায় এবং ইটালীয় ভাষায় অনুদিত একটি কপি সেভয়ের যুবরাজ ইউজেনের পাঠাগারে রক্ষিত আছে।" সেল সাহেব স্পেনীয় ভাষার তর্জমা স্বয়ং দেখিয়াছিলেন। এই তর্জমার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, ইটালীয় ভাষায় লিখিত ইঞ্জিল হইতে ইহা স্পেনীয় ভাষায় তর্জমা করা হইয়াছে। অতএব সেল সাহেবের বর্ণনা মতে ইটালীয় ও স্পেনীয় উভয় ভাষার পুস্তকই আসল পুস্তকের তর্জমা মাত্র। সুতরাং একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যাইতে পারে যে, উক্ত অনুদিত ইঞ্জিলগুলির কোন অজ্ঞাতনামা বিশেষ ভাষায় মূল ইঞ্জিল নিশ্চয়ই ছিল। উল্লেখিত ইঞ্জিলের মূল পুস্তকটি সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কেবল তর্জমা দৃষ্টে মূল গ্রন্থের রচনার কাল নির্ধারণ করা মোটেই সম্ভবপর নয়।

বাইবেল গ্রন্থের সর্ব প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মধ্যে —সিনেটীক, ভাটিকান এবং আলেকজেন্দ্রিয়ান এই তিনটি পাণ্ডুলিপি সর্বতোভাবে ইঞ্জিলের মূল গ্রন্থ বলিয়া খৃষ্টান জগতে প্রসিদ্ধ। বাইবেলের এই প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি সম্বন্ধে বিখ্যাত বাইবেলবিদ হেইলী সাহেব তাঁহার উপরোল্লিখিত পুস্তকের ৮৫৯ পৃষ্ঠায় বলেন,—"বাইবেলের সর্ব প্রাচীন এবং সর্ব পরিচিত মূল্যবান পাণ্ডুলিপি হইতেছে সিনাইটিক, ভাটিকান এবং আলেকজেন্দ্রিয়ান পাণ্ডুলিপি যাহা পূর্ণ পরিণত মূল বাইবেল বলিয়া পরিচিত।" ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত টেসিডর্ফ্ সিনাই পর্বতে অবস্থিত প্রাচীন সেণ্ট ক্যামেরাইন গির্জায় অনুসন্ধান করিয়া গ্রীক ভাষায় লিখিত নিউটেষ্টামেণ্টের একটি সর্ব প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত এই পাণ্ডুলিপিটী সেণ্ট পিটার্সবার্গের রাষ্ট্রীয় লাইব্রেরীতে রক্ষিত থাকে। অতঃপর ব্রিটিশ মিউজিয়াম কর্তৃক উল্লেখিত পাণ্ডুলিপিখানি ৫ লক্ষ ডলার মূল্যে খরিদ করা হয়। ইহা অদ্যাপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। উল্লেখিত পাণ্ডুলিপিতে পুরাতন টেষ্টামেণ্টের ১৯৯টী পাতা এবং বার্ণাবাসের পত্র সহ পূর্ণ নিউটেষ্টামেণ্ট লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয় (হেইলি, বাইবেল হ্যাণ্ডবুক, ৮৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

নিউটেষ্টাণ্টের উল্লেখিত সর্ব প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে বার্ণাবাসের পত্র শামিল থাকা সত্বেও তাহা বর্তমান

www.ahlehadeethbd.org

প্রচলিত নিউ টেষ্টামেণ্ট হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার একমাত্র যুক্তি এই যে, বার্ণাবাসের উক্ত পত্রের মূল বিষয় হালের প্রচলিত ইঞ্জিলের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং কোরানের পূর্ণ সমর্থক। যদি বার্ণাবাসের উল্লেখিত পত্রটী কোরআনের সমর্থক না হইয়া হালের ইঞ্জিলের সমর্থক হইত তবে নিশ্চয় তাহা বর্তমান নিউটেষ্টামেণ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হইত। যোহনের ইঞ্জিল সম্বন্ধে বিখ্যাত খৃষ্টান পণ্ডিতগণের বিরূপ বিশ্বাস রহিয়াছে। হেরাল্ড সাহেবের লিখিত বাইবেলের তফসীরের ৭ম খণ্ডের ২০৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়, খৃষ্টানজগতের মহাজ্ঞানী ধর্মতত্ত্ববিদ ব্রেষ্টেড সাহেব বলেন যে, যোহনের ইঞ্জিল ও তাঁহার পত্র যোহনের রচিত নহে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাত নামা খৃষ্টান এই ইঞ্জিল রচনা করিয়া যোহনের নামে প্রচার করে (মৌ. তফজ্জল হোসেন সাহেবের "বুরহানে কামেল" পুস্তকের ৫ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যোহনের ইঞ্জিলের প্রতি খৃষ্টান পণ্ডিতগণের বিরূপ বিশ্বাস থাকা সত্বেও এই ইঞ্জিলকে প্রচলিত নিউ-টেষ্টামেণ্ট হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই বরং ইহাকে নিউটেষ্টামেণ্টের মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, উল্লেখিত যোহনের ইঞ্জিল কোরআনের সমর্থক নহে।

হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কোরান শরীফ ও বর্তমান প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের মধ্যে তিনটী বিষয়ে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। প্রচলিত ইঞ্জিল মতে হজরত ঈসা (আঃ) খোদার পুত্র, তিনি স্বয়ং খোদা এবং ইহুদীগণ তাঁহাকে শূলে দিয়া হত্যা করে। কোরানের মতে হজরত ঈসা (আঃ) অন্যান্য নবীদের মতই একজন নবী, তিনি মানুষ এবং তাহাকে হত্যা করা হয় নাই কিংবা শূলেও দেওয়া হয় নাই বরং আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে সশরীরে আকাশে তুলিয়া লইয়াছেন। খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে কোরান ও প্রচলিত ইঞ্জিলের মধ্যে এখানেই বিরাট মতভেদ। খৃষ্টান পণ্ডিতগণের কেহ কেহ বলেন, কোরানে হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে প্রচলিত ইঞ্জিলের বিপরীত মত পোষণ করার কারণ এই যে, হজরত মোহাম্মদ (আঃ) খৃষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে বাতেল ইঞ্জিল দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।(!) বিখ্যাত পণ্ডিত হেইলি সাহেব তাঁহার উল্লেখিত পুস্তকের ৮৫৪ পৃষ্ঠায় বলেন, "কথিত আছে যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) খৃষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে এই সকল বাতিল ইঞ্জিল হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। হেইলি সাহেবের মত ক্ষণিকের জন্য মানিয়া লইলেও একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, কোরাণ হযরত ঈসা (আ) সম্বন্ধে যে মত পোষণ করে তাহা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর পূর্ব কাল হইতে খৃষ্টান জগতে প্রচলিত ছিল। উল্লেখিত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে তবেই বলা যাইতে পারে যে, হযরত মোহাম্মদ (আঃ) বাতিল ইঞ্জিল দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, নতুবা নহে। অতএব বার্ণাবাসের ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে যে মত রহিয়াছে তাহা ইসলামের বহু পূর্বে খৃষ্টান জগতে প্রচলিত ছিল। সুতরাং বার্ণাবাসের ইঞ্জিলটী মুসলমানগণের দ্বারা প্রণীত কিংবা ১৫।১৬ শ শতাব্দীতে ইহার প্রণয়ন হওয়ার ধারণা ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যমূলক।

৬১৫ খৃষ্টাব্দে মক্কার মুষ্টিমেয় মুসলমানের একটী ক্ষুদ্র দল মক্কাবাসী পৌত্তলিকগণের নির্যাতন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আবিসিনিয়া দেশে হেজরত করেন। আবিসিনিয়ার রাজ দরবারে তখন খৃষ্ট ধর্মের ষোলআনা আধিপত্য বিরাজিত। উক্ত ক্ষুদ্র মুসলমান দলটীকে আবিসিনিয়া হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য মক্কার পৌত্তলিকগণ আবিসিনিয়ার রাজ দরবারে দূত প্রেরণ করে। পৌত্তলিকগণের দূত রাজদরবারের প্রধান বিশপকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে; এবং এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে, মুসলমানগণ খৃষ্ট ধর্মের প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করে। তদানীন্তন আবিসিনিয়া রাজ নিগোসাস নিজেও খৃষ্টান ছিলেন। তিনি পৌত্তলিকগণের অভিযোগ শ্রবণ করার পর মুসলমানগণকে তাহাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জবাব দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। মুসলিম দলের নেতা হযরত জা'ফর (রাঃ) উত্তর দেন এবং ইসলাম সম্বন্ধে মোটামুটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। নিগোসাস কোরাণ পাঠ করিবার আদেশ করিলে হযরত জা'ফর (রাঃ) সুরা মরিয়ামের কতক আয়াত পঠে করেন। নিগোসাস তন্ময় হইয়া তাহা শ্রবণ করেন। অতঃপর তিনি মুসলমানগণকে আশ্রয় প্রদান করেন এবং পৌত্তলিকদের প্রেরীত দূত ব্যর্থ মনোরথ ও হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

উপরোক্ত বিবরণটী মুসলমান অমুসলমান সকল ঐতিহাসিকের সর্বস্বীকৃত সম্মিলিত মত। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, মুসলমানদের উল্লেখিত দলটী আবিসিনিয়ায় বহু দিন বসবাস করে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত পৌত্তলিকগণের দূত আবিসিনিয়ার খৃষ্টান রাজাকে উত্তেজিত করিতে সক্ষম হয় নাই। এই অন্ধকার যুগে পৃথিবীতে দীন ধর্মের নামে নৃশংস অত্যাচার চলিত। বিশেষতঃ খৃষ্টজগতে সে সময় সহনশীলতার পরিবর্তে অত্যাচার, অনাচার এবং অবিচার ব্যাপকভাবে বিরাজিত ছিল। সুতরাং সেই অন্ধকার যুগে মুসলমানগণ প্রচলিত খৃষ্টীয়বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত বিশ্বাস লইয়া কিরূপে আবিসিনিয়ায় বসবাস করিতে পারিলেন তাহা চিন্তা করিলে বিষয়টী আরও পরিষ্কার হইয়া যায়। হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কোরআনে যে মত রহিয়াছে উহার সহিত আবিসিনিয়ার খৃষ্টানগণ পূর্বে হইতেই সুপরিচিত ছিল। এ কারণেই আবিসিনিয়ার রাজা তাঁহার নিজ-ধর্ম বিশ্বাসের বিপরীত মত শ্রবণ করিয়াও তাহা-সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীতে আবিসিনিয়া খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। আবিসিনিয়ার খৃষ্টানদের মধ্যে ইবুনীয় মতের প্রচলন থাকা দৃষ্ট হয়। Gibbon—Decline and Fall of the Roman Empire, ৪৪০ পৃষ্ঠা, ২নং ফুট নোট দ্রষ্টব্য)। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, খৃষ্টানদের মধ্যে ইবুনী সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কোরআনের মতের পূর্ণ সমর্থক ছিল। অতএব একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বার্ণাবাসের ইঞ্জিলের মূল বিষয় ইসলামের বহু পূর্ব হইতেই খৃষ্টান জগতে প্রচলিত ছিল।

আল্লাহ তা'লার প্রেরিত নবীদের মধ্যে অনেকেই ইহুদীগণের দ্বারা শহীদ হইয়াছেন বলিয়া কোরআনে বর্ণিত আছে (সুরা আলে এমরান দ্রষ্টব্য)। সুতরাং হজরত ঈসা (আঃ) সত্যই যদি ইহুদীগণের দ্বারা শাহাদত বরণ করিয়া থাকেন, তবে একথা স্বীকার করা কোরআনের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক ছিল এবং এই স্বীকৃতির ফলে বিরাট খৃষ্টান দলের সমর্থনও পাওয়া যাইত। অপর পক্ষে এই স্বীকৃতির ফলে কোরআনের নীতিগত কোন অসুবিধার কারণও ছিলনা। সহজ ও স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ করিয়া কঠিন এবং বন্ধুর পথ অবলম্বন করার পশ্চাতে নিশ্চয় কোন গূঢ়তত্ত্ব আছে ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রকৃত বিষয় এই যে, কাহারও সমর্থন অথবা বিরুদ্ধাচারণ করা কোরআনের উদ্দেশ্য নহে। বরং সত্যের উদ্ঘাটনই কোরআনের লক্ষ্য। সেজন্যই কোরআন খৃষ্টান জগতে প্রচলিত বহুমতের মধ্যে যাহা অবিসম্বাদিত সত্য তাহাই পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করিয়াছে। সুতরাং হজরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে কোরআন কোন কিছুই নূতন আবিষ্কার করে নাই যাহার সমর্থনে মুসলমানদিগকে একটী ইঞ্জিল প্রনয়ন করিবার আবশ্যক হইতে পারে।

উপরের আলোচনার আলোকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, বার্ণাবাসের ইঞ্জিল ইসলামের পূর্ববর্তী কালে প্রণীত হয়। উপরন্তু বার্ণাবাসের পত্র ও তাঁহার ইঞ্জিল একই বিষয়ের দুইটী নাম।

রোমান সম্রাট কনসটান টাইনের খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করার পূর্ব পর্য্যন্ত অনুমান তিনশতাব্দী কাল খৃষ্টান ধর্ম বহুবিধ নির্য্যাতনের চাপে জর্জরিত ছিল। খৃষ্টান-গণের মধ্যে যে বহুবিধ মতবিরোধ সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা দমন করা এবং বিশেষ একটী মতকে খৃষ্টান ধর্মের ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা খৃষ্টান জগতের ছিলনা। রোম সম্রাট কন্‌সটানটাইন চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান প্রচলিত মতের ভিত্তিতে

www.ahlehadeethbd.org

খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিলে প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের মতাবলম্বীগণ এক শক্তিশালী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। পরবর্ত্তীকালে শক্তিশালী রোমান সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় খৃষ্টান জগতে স্বাধীন মতামত নিষ্ঠুর ভাবে দমিত হইতে থাকে। প্রচলিত ইঞ্জিলের মতাবলম্বীগণের নিষ্ঠুরতা চরম পর্য্যায়ে উপনীত হইলে বিরোধী মতাবালম্বীগণ উহার চাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হয় এবং ক্রমশঃ পরিপার্শ্বিক মতামতের সমর্থন করিতে বাধ্য হয়। কালক্রমে বিরোধী মতাবলম্বীদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যায়। বিরোধী মতাবলম্বীগণের পুস্তকগুলি নিতান্ত অসহায় অবস্থায় প্রচলিত ইঞ্জিলের মতাবলম্বীদের ধ্বংসযজ্ঞে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

খৃষ্টান জগতের অধুনালুপ্ত সুপ্রাচীন ইবনী সম্প্রদায়ের বিলীন হওয়া সম্বন্ধে Gibbon সাহেব তাঁহার "Decline and Fall of the Roman Empire" নামক পুস্তকের ৪৪০ পৃষ্ঠায় বলেন, "ইবুনী সম্প্রদায় এক ধর্ম্ম (ইহুদী) প্রতারক এবং অপর ধর্ম্মে (বর্তমান খৃষ্টান) বিধর্মী বলিয়া আখ্যায়িত হইলে নিজেদের পৃথক সত্তা বজায় রাখিত যথাসাধ্য সচেষ্ট হয় এবং চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত তাহাদের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কালক্রমে তাহারা বর্তমান খৃষ্টান মতে অথবা ইহুদী মতে নিজেদিগকে আত্মবিলীন করিতে বাধ্য হয়।"

প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের মতাবলম্বীগণ আজও বার্ণাবাসের ইঞ্জিল গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে সকল প্রকার প্রাচীন কীর্তি রক্ষার সুব্যবস্থা করা সর্ব জাতির স্বীকৃত বিষয় রূপে গৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু বার্নাবাসের ইঞ্জিল সম্বন্ধে বর্তমান খৃষ্টান জগত তাহার বিপরীত মনোভাব পোষণ করে। মিসরের সুবিখ্যাত পণ্ডিত, আল্লামা তান্তাওয়ী জাওহারী ১৯২৩ সালে প্রকাশিত তাঁহার বিখ্যাত "তফসীরে জাওয়াহের" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১২৬ পৃষ্ঠায় বার্ণাবাসের ইঞ্জিল সম্বন্ধে বলেন,—"এই ইঞ্জিল প্রকাশ করা মিসরীয় চার্চ দ্বারা নিষিদ্ধ এবং ইহা অগ্নিযোগে বিনষ্ট করিবার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। বর্তমানে এই ইঞ্জিল কোন খৃষ্টান মিশরে প্রকাশ করিতে পারে না। সাধারণের সুবিধার্থে এখানে উহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। আশাকরি পরবর্ত্তী বংশের মধ্যে ইহার আলোচনা চলিবে।"

"এই ইঞ্জিল ১৩২৫ হিজরী মোতাবেক ১৯০৭ খৃ মুদ্রিত হয়। ইহার মাত্র কয়েকটী পুস্তক এখনও বাকি আছে। তাহাও শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এরূপে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এই ইঞ্জিলকে ভুলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। এই ইঞ্জিল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কিন্তু একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মুসলমানগণ তাহাদের নবুওতের দিন হইতে এই যুগ পর্য্যন্ত এই ইঞ্জিল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেনা। কোন কালে কোন মুসলমান তার্কিক এই ইঞ্জিলের নাম করেন নাই। এই ইঞ্জিলের কয়েক স্থলে হজরত রসুলের (দঃ) নাম স্পষ্টরূপে উল্লেখিত আছে। কোন কোন সমালোচক বলেন যে, এই নামের উল্লেখ থাকায় ইহার প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হয়। কারণ আসমানী কিতাবে ভবিষ্যৎবাণী নির্দিষ্ট না হইয়া অনির্দিষ্ট হয়। সমর্থকগণ বলেন যে, এই ইঞ্জিল মুসলমানদের প্রণীত নহে। কারণ মুসলমানদের কুতুব খানায় রক্ষিত যাবতীয় পুস্তকের যে সমস্ত তালিকা পাওয়া যায় তাহাতে এই ইঞ্জিলের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। প্রথম জিলাসিয়াস ৪৯২ খৃষ্টাব্দে পোপের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া কতিপয় পুস্তক পাঠ করা নিষিদ্ধ করেন। নিষেধকৃত পুস্তকের মধ্যে বার্ণোবাসের ইঞ্জিলও ছিল। সুতরাং বার্ণাবাসের ইঞ্জিল যে ইসলামের বহু পূর্বকালের পুস্তক এবিষয়ে সন্দেহ নাই।"

বার্ণাবাসের ইঞ্জিল হইতে কতক আবশ্যকীয় অধ্যায় ইনশা আল্লাহ আগামী সংখ্যায় পাঠকদের খেদমতে পরিবেশন করা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম সুফ্‌য়ান সওরী (রহঃ)

—এ, কে, মুহম্মদ বাসুদেবপুরী

এই প্রখ্যাত নামা মণিষীর নাম সুফ্‌য়ান বিন্ সাঈদ বিন্ মসরুক বিন্ হাবীব বিন্ রাফে'আস্ সওরী, আবু আবদিল্লাহ তাঁহার কুনিয়াত বা উপনাম। বিখ্যাত কুফা নগরী তাঁহার বাসস্থান। হযরত ইমাম মালেক বিন আনাসের বিশিষ্ট শিষ্যগণের অন্যতম। তিনি তদানীন্তন শাসনকর্তা সুলায়মান বিন্ আবদুল মালেকের যুগে ৯৯ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬১ হিজরী সালে ৬২ বৎসর বয়সে খলীফা মহদীর সময় পরলোক গমন করেন।

ইমাম সুফ্‌য়ান প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া বিখ্যাত হাদীস শাস্ত্রবিদ মুহাদ্দিস আবি ইসহাক সাবয়ীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। সেই যুগে ইমাম আবুহানীফা (রঃ) ও ইমাম সুফয়ান সহধ্যায়ী-রূপে মুহাদ্দিস আবি ইসহাকের শিষ্যত্ব বরণের গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হযরত আ'মাশের নিকট উপস্থিত হইয়া হাদীস অধ্যয়ন এবং নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞানাহরণ করেন। ইমাম সুফয়ান বহুদিবস হযরত ইমাম মালেকের খেদমতে অবস্থান পূর্বক হাদীস বিদ্যায় চরম উৎকর্ষ-সাধন করিয়া এবং তাঁহার নিকট হইতে সম্মান জনক সনদ লাভ করিয়া কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষাদানের জন্য পৃথক একটী দরসগাহ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দূর দূরান্তর ও দেশ দেশান্তর হইতে বহু ছাত্রের সমাগম হইতে থাকে। এমন কি, হযরত ইবনে উয়ায়না, আউযায়ী, ইবনে জুরায়জ, মুয়াম্মার, ফুযায়ল বিন আইয়ায প্রভৃতি বড় বড় বিদ্বান ও মনিষীগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হাদীস শ্রবণ করিতেন। ইহাদের অনেকেই হযরত ইমাম মালেকের শিষ্য ছিলেন।

ইমাম সুফ্‌য়ান ইমাম আবু হানীফার নিকট হইতেও কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তবুও তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয় লইয়া ঘোর মতবিরোধ উপস্থিত হইত এবং চরম বিতর্ক ও বাদানুবাদ চলিত। উভয়ের মধ্যে এবম্প্রকার ইখতিলাফ বা মতবিরোধ বিদ্যমান থাকিলেও কেহ কাহারও প্রতি অপ্রীতিকর শব্দ মুখে উচ্চারণ করিতেননা, বরং একে অপরের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার শত মুখে প্রশংসা কীর্তন করিতেন। তাঁহাদের এই মতবিরোধ জাতি বা মিল্লতের জন্য কল্যাণকর ব্যতীত অকল্যাণকর ছিলনা। বরঞ্চ তাঁহাদের এবম্প্রকার বিতর্ক ও বাদ প্রতিবাদে এমন সব জটিল প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইত, যাহার তত্ত্বোদ্ঘাটন অপর কাহারো পক্ষে করা সম্ভবপর হইত না।

একদা ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সুফয়ান সওরীর ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাযিয়াতের জন্য তাঁহার গৃহে গমন করেন। ইমাম সুফয়ান তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য আগুয়ান হন এবং অত্যন্ত সম্মান সহকারে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া আদাবের সহিত উপবেশন করেন। কিয়ৎকাল পর ইমাম আবু হানীফ তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে কতিপয় ব্যক্তি বিস্মিত হইয়া ইমাম সওরীকে জিজ্ঞাসা করেন, মহাত্মন! আপনার সহিত ইমাম আবু হানীফার (রঃ) এত বিরোধ ও ইখতিলাফ থাকা সত্ত্বও আজ আপনি তাঁহাকে যেরূপ সম্মানের সহিত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন, তাহাতে আমরা সত্যই বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি তদুত্তরে তিনি বলিলেন, দেখুন, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) একজন মহান বিদ্বান ব্যক্তি এবং বিদ্যার অত্যুচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। সুতরাং যদি আমি তাঁহাকে বিদ্বানরূপে সম্মান প্রদর্শন না করি তবুও তিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ হিসাবে অবশ্য সম্মানার্হ যদি তাহাকে বয়স্ক হিসাবে মর্যাদা প্রদান না করি, তবে তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট ফকিহরূপে সম্মান করা অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি। আর যদি

www.ahlehadeethbd.org

তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ ফকিহ হিসাবেও সম্মান প্রদর্শন করা না হয়, তবে তাঁহার তাকওয়া ও পরহেযগারীর প্রতি লক্ষ করিয়া সম্মান দান করা অবশ্যই কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাঁহার এবম্বিধ উত্তর শ্রবণ করিয়া তাহাদের সকলেই হতবাক হইয়া নীরবতা অবলম্বন করিলেন।

এই প্রকার এক দিবস আবদুল্লাহ বিন মোবারক ইমাম সুফয়ান সওরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা বলুন দেখি, আপনি ইমাম আবু হানীফার (রঃ) গীবত বা পরনিন্দা চর্চা হইতে কত দূর অবস্থান করিয়া থাকেন? ইমাম সুফয়ান তাঁহাকে বলিলেন, "আমি অদ্যাবধি কোন লোকের এমন কি তাঁহার কোন পরম শত্রুরও নিন্দা-চর্চা করিতে শুনি নাই" তাঁহার ন্যায় একজন মহাজ্ঞানী ও গুণবান ব্যক্তি পরনিন্দা করিয়া তাঁহার সঞ্চিত পুণ্যরাশি বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন ইহা কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে?

এক দিবস কতিপয় ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা সম্বন্ধে নানারূপ বিদ্রূপাত্মক কথোপকথন করিতেছিল। ইমাম সুফয়ান তাহাদের বাক্যালাপ শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, আপনাদের এবম্প্রকার পরদোষ অন্বেষণ বা পরনিন্দা চর্চা করা ধর্ম ও জাতির জন্য বিশেষ অকল্যাণকর। উহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, জনাব। আমরা দেখিতে পাই, আপনিও কোন কোন সময় কোন কোন বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত চরম বিরোধিতা করিয়া থাকেন। ইহা কি দোষণীয় নহে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ আমি স্বীকার করি, তাঁহার সহিত আমার বহু বিষয়ে মতানৈক্য ঘটিয়া থাকে, এই হেতু আমি তাঁহার মতের বিরোধিতা করিয়া থাকি। কিন্তু আমার এই বিরোধিতা এমন নহে, যাহা জাতি ও সমাজের জন্য অনিষ্টকর হইতে পারে।

খিলাফাতে রাশেদার পরবর্তী যুগে যে সময় মুসলমান রাষ্ট্রপতিগণ রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাতন্ত্র ও ডিক্টেটরশিপ প্রবর্তন করেন সেই সময় মহামন্য খলীফাগণ স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুন্ন ও প্রভাব বিস্তারের জন্য নব নব আইন কানুন প্রণয়ন করেন। এমন কি, ইসলাম নির্দেশিত সালামের পরিবর্তে স্বকপোলকল্পিত এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেন। খলীফার রাজ-দরবারে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইলে তাহাকে রাজকীয় সম্মান রক্ষা করিবার জন্য সেই প্রবর্তিত নিয়মানুসারে অভিবাদন জ্ঞাপন করিতে হইত। কেহ ইহার ব্যতি-ক্রম করিলে রাজদণ্ড হইতে সে নিস্তার পাইতনা।

কা'ফা-বিন হাকিম বর্ণনা করিতেছে—একবার সুফয়ান সওরী কার্যোপলক্ষে খলীফা মহদীর দরবারে গিয়া উপস্থিত হন। তিনি নব প্রবর্তিত প্রথানুযায়ী কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন না করিয়া ইসলামী প্রথা মতে তাঁহাকে "আসসালামু আলায়কুম" জ্ঞাপন করেন। তাঁহার এই আচরণে খলীফা ও রাজসভাসদগণ বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং সুফয়ান রাষ্ট্রদ্রোহী ও খেলাফত অস্বীকারকারী বলিয়া তাঁহা-দের অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাঁহাদের ধারণা খলীফা মহদীর খেলাফত অস্বীকার না করিলে এবম্প্রকার আচরণ তাঁহার দ্বারা কখনই সম্ভব পর হইত না। সেই সময় খলীফার পার্শ্বদেশে-প্রহরারত রাবী নামক জনৈক শাস্ত্রী ঔন্মুক্ত তরবারী হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। সুফয়ানের এবম্বিধ আচরণ তাহার নিকট সম্মান হানিকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদানের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে খলীফার নির্দেশের প্রতি অধীরভাবে প্রতিক্ষা করিতে থাকে। ইঙ্গিত মাত্র তাহার হস্তস্থিত তরবারী দ্বারা সুফয়ানের শিরোচ্ছেদন করিয়া ফেলিবে, তজ্জন্য সে প্রস্তুত রহিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, খলীফা তাঁহার প্রতি কোন প্রকার রুষ্ট ব্যবহার না করিয়া বরং স্মিত হাস্যে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। খলীফা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—সুফয়ান! তুমি এতদিন আমা হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিয়া ফিরিতেছ? জিজ্ঞাসা করি এখন তোমাকে আমার কবল হইতে কে রক্ষা করিতে পারে? আজ সে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে আমি তোমার উদ্ধত আচরণের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে পারি তুমি আমার রাজদরারে নির্ভিকচিত্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে? তোমার অন্তরে কি কোনরূপ ত্রাসের সঞ্চার হয়না?

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম সুফয়ান খলীফার উক্ত ক্রোধব্যঞ্জক বাক্য গুলি শ্রবণ করিয়া ধীর ও নম্র-স্বরে উত্তর করিলেন, ইহা নিঃসংশয়ে স্বীকার করি যে, আপনি রাজ ক্ষমতাসীন এবং দণ্ড মুণ্ডের কর্তা ও সর্ববিধ ক্ষমতার অধিকারী। ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্তে আমাকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে ছাড়িয়াও দিতে পারেন। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সর্বোপরি আরও একজন মহা পরাক্রমশালী শাসনকর্তা বিদ্যমান রহিয়াছেন, যিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন। তিনিই একমাত্র অত্যাচারীর প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম এবং সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়ের উচিত বিচার কর্তা।

ইমাম সুফ্য়ান নির্ভিকচিত্তে খলীফার সম্মুখে স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিয়া যাইতেছেন, এহেন সময় দুর্দান্ত শাস্ত্রী রাবী' ক্রোধ কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিল, আমিরুল মো'মেনীন! গোলাম আদেশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, আজ্ঞা হউক, এই রাষ্ট্রদ্রোহী বেআদবকে আমার হস্তস্থিত তরবারী দ্বারা সমুচিত শাস্তি প্রদান করি।

খলীফা প্রহরীর এইরূপ উদ্ধত আচরণে বিক্ষুব্ধ হইয়া রোষ কষায়িত নেত্রে বলিয়া উঠিলেন, সাবধান! পুনরায় যদি আমাদের বাক্যালাপের মধ্যে-তুমি অন্যায় অনধিকার চর্চা করিতে প্রয়াস পাও, তবে তোমাকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হইবে।

খলীফা কিয়ৎকাল নীরবতা অবলম্বনের পর তাঁহার পারিষদ বর্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—ইমাম সুফয়ান একজন ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ মহা পণ্ডিত এবং নিষ্ঠাবান ও পূতচরিত্র ব্যক্তি। এহেন ধর্ম পরায়ণ ব্যক্তির সহিত যদি আমি অমানুষিক ব্যবহার ও অসদাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হই, তবে আবাহমান কাল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমি যালেম ও নিষ্ঠুর নামে কলঙ্কিত হইতে থাকিব। অতএব তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করাই আমি কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

অতঃপর খলীফা তাঁহার সেক্রেটারীকে আহ্বান করিয়া একখানি ফরমান লিখিবার আদেশ দান করিলেন। উক্ত ফরমানে খলীফা স্বীয় দস্তখত ও মোহরাঙ্কিত করিয়া ইমাম সুফয়ানের হস্তে প্রদান করিলেন। ফরমানে লিখিত হইল—ইমাম সুফয়ান সওরীকে কুফা নগরীর কাযিউল-কোযাৎ বা চিফ্ জাষ্টিস পদে নিযুক্ত করা হইল। তাঁহার আদেশ ও নির্দেশের প্রতি কেহ কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেনা।

ইমাম সুফয়ান ফরমান খানি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া কিয়ৎকাল বাকহীন ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অতঃপর রাজদরবার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি আর ধৈর্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। অধৈর্যে আত্মহারা হইয়া ফরমান খানি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতঃ স্রোতস্বিনী দজলায় সজোরে নিক্ষেপ করিলেন।

তাঁহার মুখ হইতে হাদীসের এই পবিত্র বাণী উচ্চারিত হইল—

من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين

"যিনি মানবের শাসক রূপে কাযী পদে অধিষ্ঠিত হন, তিনি নিশ্চয়ই বিনা ছুরিকায় নিহত হইয়া থাকেন" তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন—খলীফা আমাকে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করিয়া যাবতীয় উম্মতের গুরুভার আমার দুর্বল স্কন্ধোপরি চাপাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং নানাবিধ দোষে দোষান্বিত ও পাপজালে জড়ীভূত করিয়া ফেলিতে প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু আমি খলীফা প্রদত্ত এই রূপ দায়িত্বপূর্ণ পদ কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিবনা। তিনি এইরূপ বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন এবং চিন্তাক্লিষ্ট ও বিষাদিত মনে এক গভীর নিশীথে নিরুদ্দেশ পথে যাত্রা করিলেন। খলীফার চর অনুচরবর্গ বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার আর কোনও খোঁজখবর পাইলেন না। অবশেষে খলীফা তাঁহার স্থলে

www.ahlehadeethbd.org

অপর এক ব্যক্তিকে কাযী পদে নিযুক্ত করিলেন।*

তদানীন্তন যুগে ইমাম সুফয়ান সওরী কোন কোন মসলার সমাধান কল্পে ইজতিহাদ ও ফিকহের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। যেহেতু সেই সময় লিখিত হাদীসের পৃষ্ঠাগুলি দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল এইহেতু ইমাম ও ফকীহগণ ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থাগুলি সমাধানের জন্য ইসতিখরাজ ও ইসতিদলালের সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হইতেন। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, প্রত্যেক মসলায় ও মুআমালিমায় যে তাঁহাদের উক্তিগুলি কার্যকরী হইবে এবং সেগুলির অন্ধ অনুকরণ করিয়া চলিতে হইবে, ইহা তাঁহারা কস্মিনকালে বলিয়া যান নাই।

প্রখ্যাতনামা ফকীহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলিয়াছেন—

عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون
الى رأى سفيان ! والله تعالى يقول فليحذر
الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة
او يصيبهم عذاب اليم ..

'আমি আশ্চর্য হই ঐ সমস্ত লোকের উপর যাহারা হাদীসের সনদ ও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল থাকা সত্বেও সুফয়ান সওরীর রায় বা অভিমতের উপর আমল করিয়া থাকে অথচ আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলিতেছেন—যাহারা হযরতের (দঃ) আদেশ মত চলেনা এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে, তাহারা সাবধান হউক, হয় তাহাদের প্রতি (এই জগতে) বিপদ আসিয়া পৌঁছিবে, অথবা (পরকালে) তাহাদিগকে কষ্টকর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে"।

মহামতি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) (১৬৪—২৪১ হি) ইমাম সুফয়ান সওরীর (৯৯—১৬১ হিঃ) ইন্তিকালের কিছুকাল পরে জন্মগ্রহণ করেন। এই হেতু তাঁহার যুগে ইমাম আবুহানীফা (রঃ) ও ইমাম সুফয়ান সওরীর যুগ হইতে অধিক হাদীস সংগৃহীত হইয়াছিল এবং এই জন্য ইমাম আহমদ (রঃ) সুফয়ান সওরী প্রভৃতিদের কিয়াস, ইজতিহাদ ও অভিমতগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র হাদীস নববীকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিবার তাকিদ করিয়াছিলেন।

নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় যে, ইমাম সুফয়ান সওরী সাধারণতঃ কোরআন ও সুন্নাহর প্রতি আমল করিতেন। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে ইজতিহাদ ও ইস্তিদলালের পথ অবলম্বন করিতে হইত।

একদা কতিপয় ব্যক্তি একটি মসলা লইয়া হযরত ইমাম আবু হানীফার (রঃ) ফিক্‌হ ও ইসতিদলাল অনুযায়ী সমাধান করিতে ছিলেন। এমন সময় ইমাম সুফয়ান সওরী তথায় যাইয়া উপস্থিত হন। তিনি তাহাদের আলোচনা শুনিতে পাইয়া সেখানে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করেন এবং তাহাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা উক্ত মসলা ও তাহার সমাধান বিষয় ব্যক্ত করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আপনাদের এই মসলার সমাধান হযরতের (দঃ) হাদীস হইতে

---

* উপরোক্ত বৃত্তান্তের মধ্যে তিনটী শিক্ষনীয় বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ শাসক গোষ্ঠির সম্মান ও আদব প্রদর্শনের জন্য শরিয়তের নির্দেশের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অতিরিক্ত আচরণ ইসলাম বহির্ভূত বলিয়া গণ্য হইবে।

দ্বিতীয়তঃ শাসকের সম্মুখে কদাচ সত্য গোপন করিবেনা। যাহা সত্য ও সঠিক, তাহা দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করিবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা হইতে কাহাকেও ক্ষমতাশালী মনে করিবেনা এবং অন্তরে এক আল্লাহ ব্যতীত অপরের ভয়কে স্থান দান করিবেনা।

তৃতীয়তঃ উচ্চ পদাধিকার বা মর্যাদা লাভের অভিলাষ করিবেনা। যে গুরু দায়িত্বভার তাহার প্রতি ন্যাস্ত করা হইবে, তাহা বহন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর কিনা, সে বিষয়ে গভীর চিন্তা ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে হইবে —লেখক।

www.ahlehadeethbd.org

প্রমাণিত রহিয়াছে। উক্ত হাদীস ইমাম মালেক (রঃ) সাহেবের নিকট মওজুদ রহিয়াছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি আমরা ইমাম আবু হানিফার (রঃ) ফেক্‌হের প্রতি আমল করিব না? ইমাম সওরী বলিলেন, কখনই না, যে হেতু স্বয়ং ইমাম আবু হানিফার (রঃ) উক্তি এই যে,—

اتركوا قولى بخبر الرسول الله صلى عليه وسلم

যখনই কোন মসলা সম্বন্ধে হযরতের (দঃ) হাদীস প্রাপ্ত হইবে, তখনই আমার উক্তি ও কিয়াসকে পরিত্যাগ করিবে।

(روايت عبد الله بن يوسف فى رسالة التقليد)

আবু আমর আকদী ইমাম মালেকের একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি বলিতেছেন—একবার এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলিলেন—অমুক মসলায় ইমাম সুফয়ান সওরীর উক্তি ও অভিমত এইরূপ। ইমাম সওরী নিকটেই অবস্থান করিতে ছিলেন। তিনি ইহা শ্রবণ মাত্র তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিকে বলেন, ভ্রাতঃ! এতদ সম্বন্ধে হযরতের (দঃ) হাদীস অথবা সাহাবাগণের আসার যতক্ষণ পর্যন্ত না পাওয়া যাইবে, ঐ সময় কাল পর্যন্ত আমার উক্তি এইরূপ। অতএব আমার উক্তিকে স্থায়িত্ব দান করিয়া আমাকে গোনাহগার করিবেন না।—(معتقدات)

ইহা হইতে পরিষ্কার অবগত হওয়া যায় যে, ইমাম ও ফকিহগণ তাঁহাদের উক্তি ও আচরণের তকলীদ হইতে বিশেষ রূপে নিষেধ করিতেন। তাঁহারা স্বয়ং কাহারও মুকাল্লিদ ছিলেননা এবং অপরকে নিজের তকলীদ হইতে বিরত রাখিতেন।

হযরত আওযায়ী বলিতেছেন—একবার কতিপয় ব্যক্তি ইমাম সুফয়ান সওরীর নিকট উপস্থিত হইয়া সুদ সম্বন্ধীয় মসলা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাহাদের প্রশ্নোত্তরে এই আয়াতটী পাঠ করেন।

الذين ياكلون الربوا لايقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذالك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.

যাহারা সুদ খাইয়া থাকে তাহারা কবর হইতে দণ্ডায়মান হইবে না কিন্তু ঐরূপ, যেরূপ শয়তান স্পর্শ করিয়া তাহাকে পাগল করিয়া থাকে, কারণ তাহারা বলিয়া থাকে, ব্যবসায় সুদের অনুরূপ, অথচ আল্লাহ ব্যবসায়কে বৈধ করিয়াছেন এবং সুদকে অবৈধ বা হারাম করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু যাহার নিকট আল্লাহর তরফ হইতে উপদেশবাণী আসিয়া যাইবে এবং সে (সুদ আদান প্রদান হইতে) বিরত থাকিবে, তাহার জন্য যাহা বিগত হইয়া গিয়াছে তাহাতে ক্ষমার আদেশ (প্রযোজ্য) এবং যেব্যক্তি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবে প্রত্যাবর্তন করিবে (অর্থাৎ সুদ আদান প্রদান করিতে থাকিবে) এই প্রকার লোক নরকী এবং সে সর্বদা অনলকুণ্ডে অবস্থান করিবে।

এতদ উত্তরেও প্রশ্নকারীর তৃপ্তি না হওয়ায় পুনরায় সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে তিনি এই হাদীছটি পাঠ করিয়া শুনাইলেন:

قال رسول الله صلعم درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد من ستة وثلثين زنية.

"হযরত (দ) বলিয়াছেন—মানুষ জানিয়া শুনিয়া সুদের একটী টাকা ভক্ষণ করিলে ছত্রিশ বার ব্যভিচার করা হইতে অধিক পাপ হইয়া থাকে"।

এই হাদীসটি শ্রবণ করিয়াও প্রশ্নকারী স্বস্তিলাভ করিতে পারিল না। তখন সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল মহাত্মন! এই মসলা সম্বন্ধে আপনার এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ) সাহেবের উক্তি ও অভিমত কি তাহাই আমি জানিতে চাই। ইমাম সুফয়ান ইহা শ্রবণ মাত্র তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—তোমার ন্যায় অর্বাচীন ও মূর্খব্যক্তি আর কেহই নাই। আমি তোমার নিকট আল্লাহ ও তদীয় রসুলের স্পষ্ট বিধান এবং এতদ সম্বন্ধে যে কঠোর বাণী উচ্চারিত হইয়াছে তাহাই শুনাইতেছি, আর তুমি আমার এবং অমুক অমুকের আদেশ ও অভিমত কি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ! তোমার এ প্রলাপ বাক্য অবিকল ঐরূপ, যেমন

www.ahlehadeethbd.org

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের যুগে কতিপয় লোক তাঁহাকে কোন একটি মসলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তদুত্তরে তিনি হযরতের (দঃ) উক্তি ও আদেশানুযায়ী ফয়সলা দান করিয়াছিলেন কিন্তু উহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া হযরত আবুবকর (রঃ) ও হযরত উমরের (রাঃ) উক্তি গহণ পূর্বক বলিয়াছিল যে, এই মসলা সম্বন্ধে হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) এইরূপ আদেশ দান করিয়াছেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) তাহাদিগকে ধমকাইয়া বলিয়াছিলেন—

يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابوبكر رضى وعمر رضى .

অতিসত্বর আকাশ হইতে তোমাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষিত হইবে। আমি বলিতেছি যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই প্রকার আদেশ দান করিয়াছেন, আর তোমরা বলিতেছ যে, হযরত আবুবকর ও হযরত উমর (রাঃ) এইরূপ বলিয়াছেন।

(আল্‌বুরহানুল-মুবীন ৩২৯ পৃষ্ঠা)

মঅন বিন ঈসা লিখিতেছেন—ইমাম সুফয়ান সওরী হযরতের (দঃ) সহচরবৃন্দের পদাঙ্ক নুসরণ করিয়া চলিতেন। সাধারণতঃ তিনি কেতাব ও সুন্নাহ হইতে ফিক্‌হ ও ইসতিদলাল করিতেন এবং হযরতের (দঃ) সুন্নাহ হইতে যাহা প্রমাণিত হইয়াছে তাহাই বলিতেন। যদি কোন ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহ অথবা সাহাবাগণের আসার দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িত, তখন নিরুপায় হইয়া তিনি কিয়াস ও ইজতিহাদ দ্বারা সেই সমস্যার সমাধান করিতেন। কিন্তু কোন অবস্থায় ইমাম ও ফকীহগণের উক্তি ও আচরণের তকলীদ করা অত্যাবশ্যক মনে করিতেন না। এমন কি তাঁহার শ্রদ্ধেয় উস্তায হযরত ইমাম মালেক (রঃ) ও আবু ইসহাক প্রভৃতির উক্তির অনুসরণ করা কর্তব্য বোধ করিতেন না।

একবার কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে নিম্নোক্ত আয়াতটীর তাৎপর্য কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله

তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—ইহার অর্থ পরিষ্কার। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলিতেছেন—আমি রসুলদিগকে এই জন্য প্রেরণ করিয়াছি যে, আল্লার আদেশে তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইতে হইবে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কোরআনের ন্যায় হযরতের (দঃ) সুন্নাহর আদেশ নির্দেশ মান্য করা উম্মতের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য ও ফরয। এই হেতু কোরআনী আয়তের অনুরূপ রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

ما امر تكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا

"আমি যাহা কিছু তোমাদিগকে আদেশ দান করি, তাহা গ্রহণ কর এবং যেই কার্য হইতে নিষেধ করি, তাহা হইতে বিরত থাক"। অর্থাৎ খোদা ও রসুলের যাহা আদেশ, তাহা পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। (كتاب الاطاعة ১১৯ পৃঃ)

ইবনে আইয়াশ লিখিয়াছেন—একবার আবু নঈম ইমাম সুফয়ান সওরীকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি অধিকাংশ মসলায় ফিক্‌হের প্রতি আমল করেন না কেন? তিনি তাহাকে উত্তর দিয়াছিলেন—বর্তমানে হযরতের (দঃ) হাদীস প্রাপ্ত হওয়া বহু মসলার সমাধান সহজতর হইয়াছে আর বোযর্গ ও মহৎ ব্যক্তিগণের নির্দেশ এই যে, যখনই কোন মসলায় হযরতের (দঃ) হাদীস প্রাপ্ত হইবে তৎক্ষণাৎ ফেকহ, ইজতিহাদ, কিয়াস ও উক্তি সমূহকে পরিত্যাগ করিবে।

(المرأة الاقوال فى مسائل التقليد از ملا حميد الكوفى الحنفى)

এই প্রকার ইমাম ওয়াকী স্বয়ং ইমাম সুফয়ান সওরীর উচ্চপ্রশংসা কীর্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—ইমাম সুফয়ানের উক্তি ও আচরণ সাহাবাগণের ন্যায় আদর্শ স্বরূপ ছিল এবং তিনি একমাত্র কোরআন ও সুন্নাহর প্রতি আমলকারী ছিলেন। محاكمات ১০৫ পৃঃ)

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে বিশেষরূপে অনুধাবন করা যাইতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং তাবে তাবেয়ীগণের সুবর্ণযুগে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা

(৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

হাদীস শরীফ

—আবদুল খালেক বি, এ (করাচী)

নবীজির প্রেম-কমল হাদীস শরীফ
কালামে এলাহির বিচ্ছুরিত আলো-দীপ।
জ্ঞানের যুক্তির মুক্তির করিতে জরিপ
মহা অভিধান। কালের কোলে প্রদীপ
যুগের আঁধারে চলার পথ দেখাবার।
তিমির বুকে আলোর ফুল ফুটাবার
দক্ষ বাগ-বানের অতুল শান,
বিশ্বনবীর অমর অবদান
মহান মহামূল্য হাদীস শরীফ।
শেষ নাই এ মহাকাব্যের তারিফ।
সর্ব যুগের বিশ্ব মানব সভ্যতার
শত সহস্র প্রশ্ন ও সমস্যার
সত্য শাশ্বত সুন্দর উদার
সমাধান-নীড় বাঁধ্‌বার
কৃচ্ছ্র সাধনার অশেষ তাজরবা
অর্জিল নবীজির রম্য দীল-কাবা
চল্লিশ বর্ষে হেরাগুহার কোলে।
আল্লার আশীষ-বাণী ওহী বলে
এলো সত্যের চরম সনদ মৃত্যুঞ্জয়।
যুগে যুগে হয়েছিল যত সঞ্চয়
সন্দেহ ও মিথ্যার, সব ঘুচি নববার্তা
সব জিজ্ঞাসা অন্বেষা জবাবের পূর্ণতা
তৈইশ বছরে হলো চূড়ান্ত, ব্যাপক।
ও-সব সবকের প্রতিটি ছক
ব্যাখ্যা রূপে হাদীসের ছত্রে ছত্রে আঁকা।
যথা আকাশে আঁকা শতকোটি তারকা।
কোরানের সাথে হাদীস করিছে চৌচির

www.ahlehadeethbd.org

নাস্তিকতার দুর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাচীর।
মানব-ভব্যতা সংযম করিতে স্থাপনা
একসাথে অহরহ লড়িছে দুজনা।
নবীজির নসিহতের রাঙ্গা পাতা
হেদায়েতের হিরামুক্তিতে গাঁথা
চির অমলিন চাঙ্গা কালের চমনে
এ পাতা ঝরে না তুফানে পবনে।
মুসলিম-পরখের কষ্টি-পাথর
আল্-হাদীস লাখো মাণিকের আসর।
মাণিক ছড়ানো ছিল এখানে সেখানে
আরবীদের সতেজ মনের বাগানে।
কতেক আশেক সত্যপ্রিয়ের প্রাণ
ডাকিল মাণিক কুড়ানোর জোস-বান।
বহু জনের বহু ভাবে অবিরত
আগুনে পোড়ে পোড়ে সোনা-চেনার মত
করিয়ে যাচাই-গবেষণা আজমায়েশ
খাঁটি বিশুদ্ধ নিষ্কলুষ খালেস
অকৃত্রিম অযুত মাণিক-মণি
কুড়ায়ে হলো রচা হাদীসের খনি।
নবীজির মলফুজাত সহস্র ধারায়
পরম সম্মানে সিনায় সিনায়
ছিল রক্ষিত। হলো একত্র এবার।
যেন রক্তিম নবারুণ উষার
হলো বন্দী সদ্য ফোটা কুসুমে
যার অফুরন্ত মধুর সুষমে।
প্লাবিত নূতন দিনের তীর,
স্মৃতি দীপ্ত সেরাজুম্ মুনীর।
শত শতাব্দীর সূর্যের স্বাক্ষর
জীবনে বসন্ত সৃষ্টির আকর
পূত পয়গাম পীযুষ হলো নিঃসৃত।
গোমরাহী নিরসন—সুধা অমৃত
বহিল শান্তি-পিপাসু ধরনী-তলে।
মুক্তিঝরা বাণী-ঝর্ণা ঝিল্‌মিলে।
স্পর্শমণি হাদীসের পরশ-অনল

www.ahlehadeethbd.org

লৌহে দানে প্রোজ্জ্বল স্বর্ণ শকল।
দূর হটায় সব পাষাণতা- লৌহদানা
রচি সুরন্‌জিত মুক্তির আশিয়ানা।
জ্ঞানের অপূর্ব জ্যোতি হাদীস রৌশন,
এসলামিয়াতের স্বর্ণোজ্জ্বল তপন
প্রখর কিরণ ঢালে তনুর তন্দ্রাতে।
জাগরণী শিহরণে জাগর-বীথিতে
জাগায় মন। প্রকম্পিত গগন।
প্রজ্ঞার আলোকের উন্মেষ-উদ্বোধন।
নবীজির বাক্-উর্মি আঁখরে দুলে
মথিত মুমীন দীলে ভাব-লহরী তুলে।
মনহরা বাণীর কমল-সুবাসে
মাতোয়ারা মনে এলান শুনে সে—
বাজুতে করো পয়দা সিংহের বল
ফোটাতে বজ্র-কঠোর ঈমান-শতদল।
পরানে আনো মহা আলোড়ন
জেহাদে জাগ্রত মুক্তিসেবার পণ।
সত্যের পথে উড়াও হেলালী নিশান,
নিশান-তলে বিশ্বকে করো আহ্বান।
হাদীস পাঠে আপন আত্মার
বিপুল বিস্ময়ে পরম সত্তার
পরিচয়ের পুলকে অনুরাগে
মন-নভেঃ দিশার সেতারা জাগে।
মোবারক হো হাদীস শরীফ,
যাকে করিয়ে কদর হয় আরিফ।
অসীম জ্ঞান-সিন্ধু আল-কোরান
চিনিতে জানিতে করিতে ধেয়ান
হয় কঠিন। তাই সহজ দর্শন
অর্পিলেন নবীজি হাদীস-দর্পণ।
এ দর্পণে বিম্বিত ফোরকানের আকাশ,
আল্লার ফরমান ও নবীজি প্রকাশ।
জাহানজয়ী মধুস্মৃতি এশকি তামান্না
আল্-হাদীসের তুলনা জগতে মিলেনা।
শিরো'পরে এ আয়না রাখি অবিরাম।
হাদীস-উৎস নবীজিকে কোটি ছালাম।

—:):০:(:—

www.ahlehadeethbd.org

মাহে-রমযান

—মোহাম্মদ আবদুছ্ ছামাদ এম, এম,

রমযান আগমনে :

ইসলামী বর্ষের অষ্টম মাস মাহে-শা'বান অতীত হওয়ার পর এক সম্ভ্রান্ত অতিথি ও মুহতারম মেহমানের শুভাগমন উপলক্ষে ইসলাম জগত খুশীতে ভরপুর ও আনন্দে মুখর। প্রকৃতি রাজ্যের প্রতিটি দৃশ্য আজ যেন এই মেহমানকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক অভিনব সাজে সজ্জিত। জগত পিতার করুণা, মহত্ব ও ক্ষমায় সমৃদ্ধ এই মহান অতিথির সম্বর্ধনায় আজ আকাশ-ধরণী সমুদ্র-সৈকত—এক কথায় সকল মখলুকই ব্যাকুল। রহমত' বরকত ও মাগফেরাতে সমৃদ্ধ এই মহান মেহমানের মোবারকবাদ জ্ঞাপন করিতে আজ আল্লাহ ও রসূলের ভক্ত মু'মিন মুসলিমগণ সকলেই আগ্রহান্বিত। ইসলামের যথার্থ সন্তানগণ নিষ্কলুষ প্রেমের উন্মাদনায়, সুদৃঢ় ঈমানের উত্তেজনায় এবং একীন ও বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠায় এই মেহমানে আলীশান—মাহে রমযানের সম্ভাষণের ব্যবস্থাপনায় উদ্দীপিত ও উৎসাহিত। মুবারক মেহমানের আতিথিসৎকারের জন্য আজ রূহানী তরক্কীর প্রস্তুতিস্বরূপ রাত্রিজাগরণ, রোনাজারি ও আঁকুলি-বিকুলী, পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা ও সমবেদনা, আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী প্রতিপালন ও নিষেধাবলী হইতে বিরত থাকা, সেহরী ও ইফতারীর এন্তেযাম, প্রভৃতি প্রভু পরওয়ারদেগারের নৈকট্যলাভের যাবতীয় উপকরণগুলির যোগাড়যন্ত্র নিয়া তাঁহারা ব্যস্ত ও মশগুল। এই ওয়াজিবুল এহতেরাম মেহমান—মাহে রমযান মুবারকের শুভাগমনের প্রতি তাঁহারা চরম উৎকণ্ঠার সহিত বহু দিন হইতে প্রতীক্ষারত।

পারস্যের অধিবাসী বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমানের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে;

রসূলুল্লাহ [দঃ] শা'বান মাসের শেষ দিবসে আমাদিগকে [সাহাবাগণকে] উদ্দেশ্য করিয়া এক সুদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করিলেন, তিনি তাঁহার ভাষণে বলিলেন; হে মানব সমাজ! দেখ, একটি সুবৃহৎ মাস তোমাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়াছে, সেই মাসটি অতীব পবিত্র ও বরকতমণ্ডিত, সেই মাসটিতে এমন একটি বিশেষ রজনী রহিয়াছে যাহার ইবাদত এক হাজার মাসের ইবাদত হইতে উৎকৃষ্টতর। এই মাসের সিয়াম—রোযাকে আল্লাহ তাআলা ফরয করিয়া দিয়াছেন এবং রাত্রির কিয়াম (ইবদেতের জন্য জাগ্রত থাকা) নফল করিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই মাসে একটি নফল কার্য সম্পাদন করিবে, ইহাতে সে অন্য মাসের ফরয কার্য সম্পাদনের তুল্য সওয়াব

(৩১৭ পৃষ্ঠার পর)

ইমাম বিশেষের তকলীদ করার কোনই নিয়ম ছিলনা। পূর্ববর্তী সলফে সালেহীন ও বোযর্গগণ একমাত্র কোরআন ও সুন্নাহর অনুগামী ছিলেন। যাবতীয় ফোকাহা, উলামা ও মুজতাহিদগণ হজরতের ইর্শাদ অনুযায়ী من اطاعنى فقد اطاع الله "যাহারা আমার তাবেদারী করিল তাহারা আল্লাহর আজ্ঞাবহ হইল" এই নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেন। তাঁহারা ইত্তিবায়ে রসূলের মধ্যেই ইহকাল ও পরকালের মুক্তি ও নাজাতের পথ অনুসন্ধান করিতেন।

خلاف پیمبر کسے رہ گزید
کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

www.ahlehadeethbd.org

লাভ করিবে। যে ব্যক্তি এই মাসে একটি ফরয কার্য সম্পাদন করিবে উহাতে সে অন্য মাসের সত্তরটি ফরয কার্য সম্পাদনের তুল্য সওয়াব লাভ করিবে। এই মাসটি হইতেছে ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের প্রতিদান—জান্নাতের পরম সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। এই মাস পরস্পরের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শনের মাস। এই মাসটি এমন একটি মাস যাহাতে মু'মিন বান্দাদের জীবিকা বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই মাসে কোন রোযাদার ব্যক্তিকে ইফতার করাইবে এই ইফতার করানো তাহার পাপরাশির ক্ষমা ও মাগফেরাতের কারণ হইবে এবং উহা নরকের শাস্তি হইতে মুক্তি লাভের উপকরণ হইবে; অধিকন্তু সে রোযাদারের রোযার পুণ্য লাভ করিবে অথচ ইহাতে রোযাদারের পুণ্যে কিছু মাত্রও হ্রাস পাইবে না।

হযরত সালমান [রাঃ] বলেন; আমরা [সাহাবাগণ] বলিলাম "হে আল্লাহর রসূল [দঃ] আমাদের মধ্যে এমন দরিদ্র ব্যক্তিও আছেন যাঁহাদের রোযাদারকে ইফতার করানোর সঙ্গতি নাই"। উত্তরে রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিলেন; যে ব্যক্তি সামান্য দুধ অথবা খেজুর কিংবা পানি দ্বারা ইফতার করাইবে আল্লাহ তাআলা তাহাকেও অনুরূপ সওয়াব বখশিশ করিবেন। যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পানাহারে পরিতৃপ্ত করিবে তাহাকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে আমার হাওয কওসরের শরবৎ হইতে এক পাত্র শরবৎ পান করাইবেন যাহার ফলে সে বেহেশতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আর কখনও তৃষ্ণার্ত হ বে না। এই পবিত্র মাসটি তিন ভাগে বিভক্তঃ উহার প্রথম দশ দিবসে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, মধ্যবর্তী দশ দিবসে তাঁহার ক্ষমা ও মাগফেরাত বিতরিত এবং শেষ ভাগে নরক হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। যে ব্যক্তি এই মাসে দাস-দাসীর দায়িত্ব হালকা করিয়া দিবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং নরক হইতে মুক্তি প্রদান করিবেন। [বয়হকী শুআবুল ঈমানের বরাতে মিশাকাতুল মসাবীহ]।

হিলাল দর্শন ঃ

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের [রাঃ] প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ [দঃ রমযানের উল্লেখ করিয়া ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন; "তোমরা রমযানের হিলাল [নূতন চাঁদ] দর্শন না করিয়া রোযা রাখা আরম্ভ করিও না এবং শাওয়ালের হিলাল দর্শন না করিয়া ইফতার অর্থাৎ রোযা ভঙ্গ করিও না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে উহার দিবসগুলি গণনা কর। অপর এক রওয়ায়েতে বলা হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ [দঃ] ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন; উনত্রিশ রাত্রিতে মাস পূর্ণ হইতে পারে, সুতরাং তোমরা হিলাল দর্শন না করিয়া রোযা রাখা শুরু করিও না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তবে মাসের গণনা ত্রিশ দিন পূর্ণ করিয়া লও।"—বুখারী ও মুসলিম।

এই হাদীস দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রোযা রাখার জন্য এবং রমযান মাস সাব্যস্ত করার জন্য রমযানের হিলাল দর্শন করিতে হইবে অথবা শা'বানের মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ ধরিয়া লইয়া তৎপরবর্তী দিবস হইতে রমযান গণনা করিতে হইবে এবং রোযা পালন করিতে হইবে। অনুরূপভাবে শাওয়াল মাস সাব্যস্ত করার জন্য এবং রোযা হইতে বারিত থাকার জন্য শাওয়ালের হিলাল দর্শন করিতে হইবে অথবা রমযানের মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ ধরিয়া লইয়া তৎপরবর্তী দিবস হইতে শওয়াল মাস গণনা করিতে হইবে এবং রোযা ইফতার করিয়া ঈদ পালন করিতে হইবে।

চন্দ্রোদয় লইয়া প্রায় প্রতি বৎসরই নানা-

www.ahlehadeethbd.org

রূপ বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। এক প্রদেশে রমযান বা ঈদের চাঁদ দেখা গেলে রেডিও বা টেলিগ্রাম মারফৎ প্রচারিত সেই সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া অন্য প্রদেশে রোযা রাখা বা ভঙ্গ করা চলিবে কিনা তাহা নিয়া বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে তর্কের ভিতর না গিয়া আমরা বলিতে চাই যে, যদিও রেডিও বা টেলিগ্রাম মারফৎ প্রচারিত খবর সাক্ষ্য নহে বরং নিছক সংবাদ মাত্র তথাপি এই সংবাদের মূলে নিশ্চয়ই সাক্ষ্য রহিয়াছে যাহার উপর ভিত্তি করিয়া সংবাদ প্রচার করা হইয়া থাকে। মূলে সাক্ষ্য থাকার কারণে মুসলিম হুকুমতের মধ্যস্থতায় বিতরিত রেডিও ও টেলিগ্রামের সংবাদ অগ্রাহ্য ও অবিশ্বাস করার কোন শরয়ী বা যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। সুতরাং মুসলমানের রেডিও ও টেলিগ্রাম মারফৎ প্রচারিত সংবাদে রোযা ধরা ও ছাড়া উভয়ই সংগত হইবে। মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার পক্ষ হইতে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সম্বন্ধে আমাদের এরূপ সুধারণা থাকাই বাঞ্ছনীয় যে, তাঁহারা যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়াই উহার ফয়সালা দিয়াছেন এবং সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এক প্রদেশের সংবাদে অপর প্রদেশের জনগণ রোযা পালন বা ইফতার করিবে কিনা? এই সম্বন্ধে অধিক আলোচনার এখানে একান্তই স্থানাভাব। সুতরাং তর্জুমান সম্পাদক জনাব মওলানা শাইখ আবদুর রহীম সাহেবের লিখিত সাপ্তাহিক আরাফাত ষষ্ঠ বর্ষ ২১শ ও ২২শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রু'য়াত হিলাল' প্রবন্ধের শেষ মীমাংসা উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি।

মীমাংসা:—[১] পূর্ব পাকিস্তানে হিলাল দর্শন পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দলীলরূপে গৃহীত হইবে; কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে হিলাল দর্শন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য গ্রহণীয় নাও হইতে পারে। [২] হিলাল দর্শন মসআলাটি পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ধারিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর সুচিন্তিত অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানে হিলাল দর্শনের সাক্ষ্য বিচার ও মীমাংসার ভার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের হাতে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের হিলাল দর্শন সম্পর্কিত সাক্ষ্য বিচার ও মীমাংসার ভার পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের হাতে দেওয়াই শরীআতের অধিকতর নিকটবর্তী। [৩] রেডিও কর্তৃক যেভাবে হিলাল দর্শন সংবাদ পরিবেশিত হইতেছে তাহাতে তাহার যথার্থতা স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী আমল করা মোটেই শরীআত বিরোধী নহে।"

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, হিলাল দর্শন এবং সংবাদ সরবরাহের ব্যাপারে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নির্ভরযোগ্য সরকারী কর্তৃপক্ষ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন। এই সতর্কতার ফলে হয়ত কোন বিতর্কমূলক প্রশ্ন আদৌ উঠিবে না বা উঠার অবকাশ থাকিবে না।

হিলাল দর্শনে মুসলিম ও মু'মিনগণের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া রসূলুল্লাহ [দঃ] ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন; রমযানের হিলাল পরিদৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মু'মিন-মুসলমান উৎসুক দর্শক আনন্দদৃপ্ত কণ্ঠে নিম্নোক্ত দোআ পাঠ করিবে।

اللهم اهله علينا بالامن والايمان
والسلامة والاسلام ربى وربك الله
هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال
خير ورشد امنت بالذى خلقك .

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অর্থাৎ প্রভু হে! ঐ হিলালকে শান্তি, ঈমান, সালামতী ও ইসলামের সহিত আমাদের সঙ্গী করিয়া দাও। হে হিলাল! আমার ও তোমার প্রভু পরওয়ারদেগার হইতেছেন আল্লাহ তাআলা, তুমি হইতেছ মঙ্গল ও হিদায়তের হিলাল, তুমি হইতেছ মঙ্গল ও হিদায়তের হিলাল, তুমি হইতে মঙ্গল ও হিদায়তের হিলাল। আমি সেই প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি—যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

রোযা ফরজ হওয়ার প্রমাণ :

আল্লাহ্ তাআলা কোরআনে মজীদে ঘোষণা করিয়াছেন ;

হে বিশ্বাস পরায়ণ সমাজ! দেখ তোমাদের পূর্ব যুগের জনগণের উপর যেমন ভাবে রোযা ফরয করা হইয়াছিল অনুরূপভাবে তোমাদের উপরেও রোযা ফরয করা হইল ; যাহাতে তোমরা [রোযার কল্যাণে অসংগত কার্যাদি হইতে বারিত থাকিয়া পারলৌকিক আযাব হইতে] আত্মরক্ষা করিতে পার। [সূরত আল বাকারা ১৮৩ আয়ত]

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন, দেখ, রমযান এমন একটি মাস যেই মাসে কোরআনে হাকীমকে অবতীর্ণ করা হইয়াছে, সেই কোরআনে হাকীম হইতেছে মানবজাতির দিশারী, হেদায়তের সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং সত্য ও মিথ্যা—ন্যায় ও অন্যায়ের প্রভেদকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাস পাইবে তাহাকে এই মাসে রোযা পালন করিতে হইবে। [সূরত আল্‌বাকারা : ১৮৫ আয়ত]

সহীহ বুখারী হাদীসগ্রন্থে হযরত তাল্‌হা বিন্ উবায়দুল্লাহ প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদীসে জনৈক বেদুঈন যখন রসূলুল্লাহ [দঃ]কে বলিল;

হে আল্লাহর রসূল [দঃ]! আপনি আমাকে জানাইয়া দিন আল্লাহ তাআলা রোযার কি পরিমাণ আমার উপর ফরয করিয়াছেন? তখন রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিলেন মাহে রমযান। হাঁ! উহার উপর তুমি ইচ্ছা করিলে নফলও করিতে পার। অর্থাৎ তোমার উপর শুধু রমযান মাসের রোযাই ফরয।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের [রাঃ] বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে ;

রসূলুল্লাহ [দঃ] মুহাররমের দশম দিবসের রোযা পালন করিতেন এবং সেই রোযা পালন করিতে তিনি [সাহাবাগণকে] নির্দেশ দিতেন। যখন মাহে রমযানের রোযা ফরয করা হইল তখন উহা (উক্ত রোযার ফরয হিসাবে পালন) বর্জিত হইল। [বুখারী]

মুসলিম জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকার [রাঃ] প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে ;

জাহিলীয়তের যুগে কুরাইশগণ মুহাররমের দশম দিবসের রোযা পালন করিত। অতঃপর রসূলুল্লাহ [দঃ] সাহাবায়ে কেরামকে সেই রোযা পালন করিতে নির্দেশ দেন। তার পর রমযানের রোযা ফরয করা হইল। তখন রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিলেন ; যে ইচ্ছা করিবে সেই [আশুরায়ে মুহাররমের] রোযা পালন করিবে এবং যে ইচ্ছা করিবে [ঐ দিবসে] ইফতার করিবে। [অর্থাৎ রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর আশুরায়ে মুহাররমের রোযার ফরযীয়ত রহিত হইল।] —(বুখারী)

উপরোক্ত আয়াত ও আহাদীসে সহীহার আলোকে মাহে-রমযানের রোযার ফরযীয়ত সন্দেহাতীতভাবে সুসাব্যস্ত হইল।

রমযান ও রোযার ফযীলত

রমযানের ফযীলত সম্পর্কে এই নিবন্ধের প্রারম্ভে উল্লেখিত হযরত সালমানের [রাঃ] বর্ণিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাদীসের প্রতি আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত সুদীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহর [দঃ] বাচনিক মাহে-রমযান এবং সেই মাসের সদাচরণের বিশেষ বিশেষ ফযীলতের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।

এখানে আমরা ফযীলত সম্পর্কীয় আরও কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করিতেছি।

হযরত আবু হুরায়রা [রাঃ] হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন:

রসূলুল্লাহ [দঃ] ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, মাহে রমযানের আগমনে আসমানের দ্বারগুলি উন্মুক্ত করা হয়, নরকের দ্বারগুলি বন্ধ করা হয় এবং শয়তানগুলি শিকলে আবদ্ধ করা হয়।—বুখারী ও মুসলিম।

যখন রমযানুল মুবারকের চন্দ্রোদয় হয় তখন আল্লাহতা'আলার তরফ হইতে দুই জন ফেরেশতা আহ্বানের জন্য মনোনীত হন। তাঁহাদের মধ্যে একজন আহ্বান করিয়া বলিতে থাকেন;

ওহে মঙ্গলকামী—পুণ্য ও মঙ্গল লাভে প্রত্যাশী! অগ্রসর হও, রহমতের সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে। তোমার উদ্দেশ্যের থলিকে যতদূর সম্ভব পূর্ণ করিয়া লও, কারণ একথা তুমি অবগত নও যে, ভবিষ্যতে তুমি এই সুবর্ণ সুযোগ পাইবে কিনা। যত বেশী পার নামায পড়, যত অধিক সম্ভব কোরআন মজীদ তেলাওআত কর এবং নিজ সম্পদ হইতে অনাথ, দরিদ্র, বিধবা, বিবস্ত্র ও অসহায়দিগকে যত অধিক সম্ভব দান খয়রাত কর।

অপর একজন আহ্বানকারী ফেরেশতা বলিতে থাকেন,

হে অনাচারী—অমঙ্গল, অশান্তি, অশোভনীয় ও অসাধুকার্য, পাপ ও নাফরমানীর প্রতি মনোনিবেশকারী হতভাগ্য দুরাচার! দেখ, তুমি তোমার এই সকল অসাধু আচরণ হইতে বারিত হও, কেননা এই সময়টি হইতেছে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের সময়। তুমি তোমার পাপের জন্য লজ্জিত হও এবং আল্লাহতা'আলার দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা কর, কেননা এই মাসটি হইতেছে মাগফেরাত ও বখশিশের মাস। তুমি যদি কাহারো প্রাণে আঘাত হানিয়া থাক; কাহারো সম্পদে অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া থাক, কাহারও ইজ্জতের উপর হামলা করিয়া থাক, কাহারো উপর অনর্থক অত্যাচার করিয়া থাক এবং কাহারো অধিকার নষ্ট করিয়া থাক; তবে যথানিয়মে প্রত্যেকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর এই পবিত্র মাসের রোযা পালন করিয়া সৌভাগ্যবান হও।

হযরত আবু হুরাইরা রাঃ রসূলুল্লাহর [দঃ] প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন:

ঈমান ও সওয়াবের উদ্দেশ্য সহকারে যে কেহ রমযানের রোযা পালন করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার অতীত জীবনের পাপরাশি মার্জনা করিয়া দিবেন। (বুখারী, প্রভৃতি)

বেহেশতের আটটী দরওয়াযা রহিয়াছে। উহার মধ্যে একটির নাম "রাইয়ান"। রোযা-পালনকারী সেই দরওয়াযায় জান্নাতে গমন করিবে।

হযরত সহল বিন সআদের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে;

রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন; জান্নাতের একটি দরওয়াযার নাম 'রাইয়ান'। কিয়ামত দিবসে উহাতে রোযাপালনকারীগণ প্রবেশ করিবেন। তাঁহারা ব্যতীত অপর কেহই উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। বলা হইবে, রোযা-পালনকারীগণ কোথায়? তখন তাঁহারা দণ্ডায়মান হইবেন, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উহাতে প্রবেশ করিবে না। যখন তাঁহারা প্রবেশ করিবেন তখন সেই দরওয়াযা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে; অতঃপর আর কেহই উহাতে প্রবেশ করিবে না।—বুখারী।

রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন;

প্রত্যেক আদম সন্তানের নেক আমল আল্লাহর নিকট সওয়াবের বেলায় দশ হইতে সাত শত গুণ বর্ধিত করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু রোযা ব্যতীত। কেন না রোযা খালিস আমার জন্য এবং উহার প্রতিদান আমার যাহা খুশী প্রদান করিব। (বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি)

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের (রঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে;

রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, রোযা এবং কোর্‌আন উভয়েই কিয়ামত দিবসে বান্দার জন্য সুপারিশ করিবে। রোযা বলিবে; প্রভুহে! আমি তাহাকে খাদ্যবস্তু ও প্রবৃত্তি হইতে বারণ করিয়াছি, কাজেই তাহার পক্ষে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন! আর কোরআন বলিবে; আমি রাত্রিবেলা তাহাকে নিদ্রা হইতে বারণ করিয়াছি, অতএব তাহার পক্ষে আমার সুপারিশ কবুল করুন! অতঃপর উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হইবে। (আহমদ, তবরানী প্রভৃতি)

রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন;

সেই প্রভুর শপথ করিয়া বলিতেছি যাঁহার কুদরতের কব্‌জায় মুহম্মদের (দঃ) জান, আল্লাহ তাআলার নিকট রোযাদারের মুখের গন্ধ মৃগনাভির চেয়েও অধিক সুঘ্রাণ। রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ রহিয়াছে, যাহা তাহাকে আনন্দিত করিবে। উহার মধ্যে একটি হইতেছে রোযা ইফতার করার সময়ের আনন্দ, অপরটি হইতেছে (কিয়ামত দিবসে) পরওয়ারদেগারের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাহার রোযার পুরস্কার প্রাপ্তির আনন্দ। (বুখারী, মুসলিম, নসায়ী প্রভৃতি)

(আগামী বারে সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

মওলানা সৈয়েদ দাউদ গযনভী

'আল-বেদাঅ্' দাউদ গযনভী, আল-বেদাঅ্,
ওয়াস্ স'লামু এলা ইয়াউমেল্ কেয়ামাহ্ !

পশ্চিম পাকিস্তান জম্‌ঈয়তে আহলে-হাদীসের আমীর, ইলম ও ফযলের সাক্ষাৎ প্রতীক, জঙ্গে আযাদীর ত্যাগবীর মুজাহিদ—হযরত মওলানা সৈয়েদ মোহাম্মদ দাউদ গযনভী সাহেব বিগত ১৬ই ডিসেম্বর মুতাবিক ২৫শে রজব সোমবার দিবসে ইহ-জীবন হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেয়ূন)

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে ?" যে জন্ম নিয়াছে, মৃত্যুর স্বাদ তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। ইলাহী বিধানের ইহা এক অটল নিয়ম। পৃথিবীর বহু বিধান, বহু নিয়ম ও বহু সংজ্ঞার ব্যতিক্রম আছে কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই, নবী রসূলগণও (আলায়হিমুস-সালাত ওয়াস সালাম) মৃত্যুর কবল হইতে রেহাই পান নাই। মৃত্যুই পার্থিব জীবনের কয়েদখানা হইতে মুক্তি লাভের এবং রূহানী জগতের অনন্ত জীবনে প্রবেশের একমাত্র পথ।

মওলানা সৈয়েদ দাউদ গযনভী তাঁহার জন্য নির্ধারিত সময়ে সেই রূহানী জগতে প্রবেশের উদ্দেশ্যে তাঁহার-পুত্র-কন্যা পরিবার, সমাজ-জামাতও দেশবাসীর নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, পার্থিব জীবনের শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়াছেন। আর তিনি ফিরিয়া আসিবেন না, তাঁহার চেহ্‌রা মুবারক আর দেখা যাইবে না, তাঁহার কণ্ঠধ্বনি আর শ্রুত হইবে না।

প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুতে কেহ না কেহ কাঁদে। কাহারও মৃত্যুতে শুধু আপনজন কাঁদে, কাহারও মৃত্যুতে বংশের সমস্ত লোক ও পাড়াপড়শী শোকাভিভূত হয়, আবার কাহারও বা মৃত্যুতে বৃহত্তর জনসমষ্টি ব্যথা বেদনায় মুহ্যমান হয়।

মওলানা দাউদ গযনভীর মৃত্যু শেষোক্ত মৃত্যুর পর্যায়ভুক্ত। কারণ তাঁহার মৃত্যু শুধু ব্যক্তি বিশেষের সাধারণ মৃত্যু নয়, উহা এলম ও ফযলের মৃত্যু, দিয়ানত ও শরাফতের মৃত্যু। এ মৃত্যুর অর্থ রুশদ ও হিদায়তের একটি বুলন্দ মীনারের পতন, এক মহান জামাতের শক্তি স্তম্ভের ও প্রেরণার উৎসের তিরোভাব, দেশের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অন্তর্ধান!

মওলানা দাউদ গযনভীর ওফাতে যে ক্ষতি সাধিত হইল তাহা শুধু একটি পরিবারের ক্ষতি নয়, একটি খান্দানের ক্ষতি নয়, সে ক্ষতি সমগ্র জামাতের, সমগ্র দেশের ও দেশবাসী সমস্ত মুসলমানের।

মওলানা মরহুম ছিলেন একটি বিশিষ্ট আলেম পরিবারের সুযোগ্য ওয়ারেস, কালামুল্লাহ ও সুন্নতে রসূলুল্লার (সঃ) নিশান-বরদার, আযাদীর মর্দে মুজাহিদ, একজন বিশিষ্ট চিন্তানায়ক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমাজ সংগঠক এবং অন্যান্য বহু সদগুণ রাজির মূর্তিমান প্রতীক। এত অধিক গুণের সমাবেশ একই লোকের মধ্যে খুব কমই দৃষ্ট হয়।

তর্জুমানের এই সংখ্যায় পৃথক প্রবন্ধে তাঁহার গরীমাদীপ্ত খান্দান সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। আগামী সংখ্যায় মওলানা দাউদ গযনভীর কর্মময় জীবন ও তাঁহার জীবনব্যাপী খেদমতের পরিচয় দেওয়া হইবে। সুতরাং এখানে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত

www.ahlehadeethbd.org

পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং রহমানুর রহীম আল্লার নিকট পরলোকগত আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار •

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং উহার অশেষ গুরুত্বের কথা আমরা ইতিপূর্বে তর্জুমানুল-হাদীসে এবং আমাদের সাপ্তাহিক মুখপত্র আরাফাতে আলোচনা করিয়াছি। বারান্তরে আমরা উহার বাঞ্ছিত সিলেবাস সম্পর্কে আলোকপাত করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় সে সময় এখনও সমাগত হয় নাই। কারণ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এখনও দাবী এবং আলোচনা পর্যায়েই রহিয়াছে। সরকারের পক্ষ হইতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় নির্ধারিত হওয়া দূরের কথা উক্ত বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তও বিঘোষিত হয় নাই।

বিগত ২রা জানুয়ারী ঢাকায় মাদ্রাসা ছাত্রদের মিছিল ও বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত এক সরকারী প্রেস নোটে বলা হয়—'আরবী' বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রশ্নটি সম্পর্কে সরকার-নিয়োজিত কমিশন ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করিয়াছেন। এই আলোচনা কবেতক শেষ হইবে এবং উহার নতীজা কি হইবে তাহা আমাদের বলার উপায় নাই।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৬ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে দেশের উভয় অংশে কয়েকটি নূতন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও কয়েকটি কৃষি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য শারীরিক খোরাক—ডাল ভাতের এবং বড় জোর কিছুটা মানসিক খোরাকের ব্যবস্থা করা। লক্ষ্যযোগ্য বিষয় এই যে, পার্থিব প্রয়োজন মিটানর উদ্দেশ্যে স্থাপিত এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোন তরফ হইতেই কোন আন্দোলন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নাই।

পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের দৈহিক ক্ষুধার পরিপূরণের জন্য প্রস্তুতির অবশ্যকতা অনস্বীকার্য কিন্তু তাহাদের আত্মিক বিকাশ, আধ্যাত্মিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতা বিধানের প্রয়োজনীয়তা তদপেক্ষা কম নয়—বরং অনেক বেশী। এই প্রয়োজন মিটানর জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন হইতেছে (আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়) খালেস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের। উহার মাধ্যমেই বাস্তব ধর্ম ও চির উদার ইসলামকে উহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝার এবং বুঝান সম্ভব হইবে, আধুনিক জগতে উহার সার্থক বাস্তবায়নের পথ প্রদর্শিত হইবে এবং সর্বোপরী ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপায় নির্দেশিত ও অনুশীলিত হইবে।

মাদ্রাসার ছত্রগণ ৫ দফা দাবী লইয়া আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাধান দাবী হইতেছে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী। এই দাবীর যৌক্তিকতা লইয়া দ্বিমতের অবকাশ নাই—থাকিতে পারেনা। কিন্তু এজন্য যে পদ্ধতি ছাত্রগণ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে অবশ্যই মতভেদ দৃষ্ট হইবে। বিশেষ করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শনের নিমিত্ত বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ, শিকল টানিয়া পুনঃ পুনঃ যেখানে সেখানে ট্রেন থামান ইত্যাদি কায কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নহে। মাদ্রাসা ছাত্রগণ আবেগ ও উৎসাহ উত্তেজনায় যদি এই সব কাজ করিয়া থাকেন তবে নিঃসন্দেহে তাহারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কারীদের গোপন হস্তকে শক্তিশালী এবং তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করিয়াছেন। ইসলাম মানুষের আচরণকে সুগঠিত এবং চরিত্রকে উন্নত করিতে চায়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ইহাই। সুতরাং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী যাহারা উত্থাপন করিবেন তাঁহাদের আচরণকে অবশ্যই সংযত ও সংহত করিতে হইবে—আবেগ উত্তেজনায় সীমা লঙ্ঘন করিলে চলিবেনা।

নিরীহ মাদ্রাসা ছাত্রদের অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য সরকারের গড়িমসী নীতিও কম দায়ী নহে সরকার যতশীঘ্র তাহাদের ন্যায্য দাবীসমূহ পরিপূরণ করেন, ততই মঙ্গল।

www.ahlehadeethbd.org